প্রথম সংস্করণ : শ্রাবণ ১৩৬৭

প্রকাশক : রুনু বন্দ্যোপাধ্যায়

অপেরা ॥ ২৭/৬, সূর্য সেন স্ট্রীট, কোলকাতা ৭০০ ০০৯

মুদ্রাকর : বাদল পাখিরা

নিউ শ্রীমা প্রেস ॥ ৬৯এ, ডব্লু. সি. ব্যানার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা ৭০০ ০০৬

প্রচ্ছদ : গৌতম রায়

ব্লক ও প্রচ্ছদ মুদ্রণ : রাজা প্রিন্টার্স ॥ কোলকাতা ৭০০ ০০৯

প্রুফ্ : গোপাল আদক

পরিকল্পনা : সজনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

ডঃ রামদুলাল বসু
শ্রীমতি দীপ্তি বসু

রামুদা ও দীপ্তিদিকে

মনোজ মিত্র রচিত নাটক

পূর্ণাঙ্গ

……

নৈশভোজ

সাজানো বাগান (৪র্থ সংস্করণ)

মেঘ ও রাক্ষস (২য় সংস্করণ)

নরক গুলজার (৬ষ্ঠ সংস্করণ)

শুকসারী

চাকভাঙা মধু (৫ম সংস্করণ)

পরবাস (৩য় সংস্করণ)

কেনারাম বেচারাম (৪র্থ সংস্করণ)

নেকড়ে (২য় সংস্করণ)

শিবের অসাধ্যি (৩য় সংস্করণ)

নীলকণ্ঠের বিষ (২য় সংস্করণ)

পাহাড়ী বিছে (৩য় সংস্করণ)

বেকার বিত্তালঙ্কার (৩য় সংস্করণ)

অবসন্ন প্রজাপতি

জন্ম মৃত্যু ভবিষ্যৎ

সিংহদ্বার

আরক্ত গোলাপ

একাঙ্ক

……

মৃত্যুর চোখে জল

কালবিহঙ্গ

পাখি

চোখে-আঙুল দাদা

টাপুর টুপুর

আমি মদন বলছি

সন্ধ্যাতারা

তক্ষক

ব্ল্যাকপ্রিন্স

কামধেনু

সত্যি ভূতের গপ্পো

তেঁতুলগাছ

বাবুদের ডালকুকুরে

কোথায় যাবো

কাকচরিত্র

মদনের পঞ্চকাণ্ড

নৈশভোজ

অশ্বত্থামা

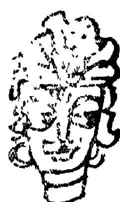
মহাবিত্যা

ঘড়ি আংটি ইত্যাদি

পাকে বিপাকে

মনোজ মিত্র রচিত মঞ্চ-চলচ্চিত্র-বেতার নাটক সম্পর্কে আলোচনা গ্রন্থ

অলীক সুনাট্য রঙ্গে



চরিত্রলিপি

শনি

লম্বোদর ভট্ট

অভিরাম

নন্দরাজা

চন্দ্রকেতু

মহামাত্য

সেনাপতি

ভীমভল্ল

ব্যাঘ্রমল্ল

মুরলাধর

ভাঁড়ুদাস

পরিচারক

ঘোষক

দর্শনার্থিগণ, পুরবাসিগণ

যশোমতী

কুব্জা



রা জ দ র্শ ন

॥ **প্রথম অঙ্ক** ॥ **প্রথম দৃশ্য** ॥

[সামনে ঘোর অন্ধকার। ধীরে ধীরে সেই অন্ধকারে একটি ঘোরতর দেবমূর্তি ভেসে উঠল, সাক্ষাৎ মহাশনি। কোলের ওপর সাদা ঝকঝকে নৈবেদ্যর থালা, হাতে লম্বা ইক্ষুদণ্ড—ক্রুদ্ধ শনি ওপর পাটির ধবলশুভ্র দন্তপংক্তি দিয়ে কালিবর্ণ ওষ্ঠ কামড়ে, অগ্নিবর্ণ লোচনদুটিকে বনবন্ পাকাচ্ছে।]

শনি। ইক্ষু! ইক্ষু!
নীরস তরুবর···শুষ্কং কাষ্ঠং···
একমেব কর্মং···ভাঙ্গিল রে দন্তং!
(গণ্ড চেপে) উহুঃ! উহুঃ! উহুঃ!
ইক্ষু! ইক্ষু!
থুথুঃ! থুথুঃ! থুথুঃ!
[নৈবেদ্যর থালা থেকে এক একটি দ্রব্য তুলে]

পুষ্পে গন্ধ নাই···
নারিকেলে জল নাই···
বাতাসায় পিঁপড়ে···
দেবতার নৈবেদ্য
উচ্ছিষ্ট ছিবড়ে !
থুঃ ! থুঃ ! থুঃ !
উচ্ছন্নে গেছে···উচ্ছন্নে গেছে অযোধ্যারাজ্য
উচ্ছন্নে গেছে অযোধ্যার রাজা !
দেবদ্বিজে নাহি মন···
অনুক্ষণ ভজিতেছে কামিনী ও কাঞ্চন !
আঠারো গণ্ডা রানীতেও চলে না···
সুন্দরী দেখিলে শালা ছেড়ে কথা বলে না !
অহো···
সারিল আরেকটি বিবাহ !
(থেমে) যশোমতী···সর্বকনিষ্ঠা···অতি অতি রূপবতী···
বাষট্টি পেরিয়ে তবু ঘোচেনা দুর্মতি !
রাজকার্য গেছে গোল্লায়
নিঙাড়িয়া ধরিত্রীর রূপ রস গন্ধ···
নরাধম নৃপতি নন্দ···
মহানন্দে ধনাগার গড়িস পেল্লায় !
[সপাটে ইক্ষুদণ্ড মাটিতে আছড়াতে আছড়াতে]
অরে অরে পাপিষ্ঠ রাজা
দিব তোরে চরম সাজা !

পড়িলে শনির দৃষ্টি
রাজ্যে তোর হইবে অনাসৃষ্টি !
শোন্ শোন্রে প্রমত্ত,
প্রেয়সী তোর হইবে আসক্ত
পরপুরুষে !···হাঃ হাঃ হাঃ···
আমি কাল শনি
পশ্চাতে লাগিব যার···
মুক্তকচ্ছ করিব তার
যমের দুয়ারে পাঠাইব এখনি !
হাঃ হাঃ হাঃ

(সহসা দাঁতের যন্ত্রণায়) আঃ আঃ আঃ···(সামলে) হো হো হো (যন্ত্রণায়) ওঃ ওঃ ওঃ···(সামলে) হি হি হি (প্রবল যন্ত্রণায়) ইঃ ইঃ ইঃ ··

[ক্রোধে এবং দাঁতের জ্বালায় শনি যুগপৎ বিচিত্র শব্দে হাসতে কাঁদতে থাকেন। ধীরে ধীরে আলো নিভে যায়। সামনে অন্ধকার—ঘোর, নিঃশব্দ। হঠাৎ নেপথ্যে বাজনা বেজে উঠল। ঘোষক এল।]

ঘোষক। ঘোষণা···ঘোষণা···ঘোষণা···! অযোধ্যাপতি মহারাজ নন্দ দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত। আগামী শুক্লা পঞ্চমীতে রাজ্যেশ্বর তাঁর রোগমুক্তিকল্পে দরিদ্র নারায়ণের সেবা করবেন। অমিত বৈভব নৃপতি নন্দ মুক্তহস্তে দেশের সদাচারী ব্রাহ্মণদের স্বর্ণ ও রৌপ্য দান করবেন। (থেমে) মহারাজ নীরোগ হন—মহারাজ দীর্ঘজীবী হন।



রা জ দ র্শ ন

॥ প্রথম অঙ্ক ॥ দ্বিতীয় দৃশ্য

[অযোধ্যারাজ্যের এক গণ্ডগ্রাম। বৈশাখ মাস, ভরদুপুর। ধূ ধূ মাঠের মাঝে একটি মাত্র গাছ—পাতাঝরা, রোদে ঝলসানো। নিচে বসে আছে এক অতি দুঃস্থ ছন্নছাড়া ব্রাহ্মণ। গৌরবর্ণ খড়্গনাসা ব্রাহ্মণের হাত পা অপুষ্টিতে লিকলিকে, পেটটি কিন্তু একটি অতিকায় ডিম্ব বিশেষ। সজারুর কাঁটার মতো কাঁচাপাকা একরাশ চুলদাড়ি, গায়ে শতছিন্ন নামাবলী। মাথায় অস্থিসার ছাতা, যার অঙ্গে এক চিলতে বস্ত্র নেই; উলঙ্গ শিকগুলোই ব্রাহ্মণ লম্বোদর ভট্টের মাথায় ছত্রাকার হয়ে আছে। বৈশাখের সূর্য নিষ্পত্র বৃক্ষ এবং অনাবৃত ছত্রের মধ্যে দিয়ে অবারিত লক্ষ্যভেদ করেছে লম্বোদরের শিরোপরে। প্রচণ্ড উত্তেজনায় লম্বোদর উদোম ছাতাটাকে মাকুর মতো ফর্‌ফর্‌ করে ঘোরাচ্ছে।]

লম্বোদর। মর্‌…মর্‌…মর্‌…সোয়ামির মুখের গ্রাস কেড়ে খাস… উদরে আগুন জ্বলবে তোর…রাক্কুসী পেট ফুলে মরবি…এই

বলে দিলুম···তেরাত্তির কাটবে না···আঁটকুড়ীর বিটি আমায় মালপোটা খেতে দিলে না র‍্যা! (থেমে) কতকাল খাইনি র‍্যা··· ফুলকো ফুলকো মালপো···গালে দেব, ভ-অ-ত করে ছেতরে যাবে···টাগরাখানি জাপটে ধরে লত্‌পত্‌ লত্‌পত্‌ করবে··· মহাপ্রাণ সেই অঘ্রাণ মাস থেকে আনচান করছে ··বিটি আমার বাড়া মালপোয় ছাই দিলে র‍্যা···(রাগে দুঃখে লম্বোদরের চোখ ফেটে জল পড়ে) এই ঢ্যাঙা ঢ্যাঙা মত্তোমান কলা···

[গাঁয়ের কামার অভিরাম···লোহাপেটা বলিষ্ঠ যুবক ···সকৌতুকে লম্বোদরের দিকে গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে আসছে। অভিরামের হাতে একটা নতুন গড়া বঁটি। লম্বোদর ঘোলাটে চোখে তার দিকে তাকিয়ে বিনা ভূমিকায় বলে চলে—]

পুরো একটি কাঁদি মত্তোমান ··কতো আশা করে জুটিয়ে আনলুম অ্যাঁ···ঘরের আড়াটিতে ঝুলিয়ে রেখেছি, কবে কলাটি পাকবে···ঘিটি চালটি গুড়টি জুটিয়ে মালপোটি খাবো! নিত্যি একবার করে কলাটি দেখি, আর মালপোটি কল্পনা করি! আজ গলা চুলকোতে গিয়ে দেখি, ওরে শালা, আড়াটি ফাঁকা···কাঁদিটি নেই!

অভিরাম। (হাসি চেপে) যাঃ! উড়ে গেছে!

লম্বোদর। পেটে গেছে! নিজে গিলেছে, পুঁইপোনাদের দিয়ে গিলিয়েছে!··· মাগী বছর বছর বিয়োচ্ছে, আর আমার কপাল থেকে একটি একটি করে সুখাদ্য উঠে যাচ্ছে র‍্যা···। (সহসা উর্ধ্ববাহু হয়ে) নির্বংশ করো···হে ভগবান নির্বংশ করো···

অভিরাম। এ-হে-হে-হে নিজের বংশ নিজে নাশ করে গো! এই জন্যে বলেছে, ল্যাজে পা পড়লে ষাঁড়ে আর বামুনে কোনো ভেদাভেদ থাকে না। পরিত্যজ্যং পরিত্যজ্যং…নমো নমো পরিত্যজ্যং…

[অভিরাম নিজের কাজে চলে যাচ্ছে। লম্বোদর রোদেপোড়া গাছটার গায়ে মাথা কুটছে।]

লম্বোদর। নির্বংশ করো…করো…করো · বৌ বাচ্চা ধাড়িপোনা সব তুলে নাও…নাও…নাও…নাও…

অভিরাম। (ঘুরে, ধমকে ওঠে) চুপ! চুপোও! দুকুরবেলা শাপমুণ্যি কচ্চে! খেয়েছে কলা, বেশ করেছে! না খেয়ে খাবেটা কী! ভাত দেবার ক্ষ্যামতা নাই…শাপ দেবার গোঁসাই! এ্যাঁ! বলি পুঁইপোনাগুলো কি মা আমার বাপের ঘর থেকে আঁচলে বেঁধে এনেছিল তোমার ঘরে!

[লম্বোদর গাছের গা থেকে মাথা ঘোরায়। চোখের ঘোলাটে ভাব কেটে যাচ্ছে।]

লম্বোদর। কে র‍্যা…অভিরাম না?

অভিরাম। এতোক্ষণ কোন্ জগতে ছিলেন!

লম্বোদর। যাক্কলা, তোকেই তো খুঁজছি! সেই কখন থেকে তোকে ধরব বলে তাক করে বসে রয়েছি…

অভিরাম। (গম্ভীর হয়ে) তা'লে বসেই থাকো!

লম্বোদর (অভিরামের হাত ধরে) হে হে হে হে…

অভিরাম। ও যতোই গায়ে হাত বোলাও, আর হে হে করো, আজ আর কানাকড়িটি পাচ্ছ না ঠাকুর! এই ঘন ঘন হাত পাতার

অভ্যেসটা ছাড়ো দিকি! কেন, নিত্যি আমি তোমাবে পেন্নামি দিতে যাবো কেন? কী পেয়েছ কি তুমি ··

লম্বোদর। (অভিরামের থুঁতনি নেড়ে) ধম্মোপুত্তুর! তুই যে আমার ধম্মোপুত্তুর র‍্যা···আমার গিন্নিরে মা বলেছিস···

অভিরাম। তোমার গিন্নিরে মা বলেছি. তা বলে তোমায় তো বাপ বলিনি!

লম্বোদর। বল্‌না···অ্যাই, বাপ বল্‌না···হ্যাঁরা বল্ না বাপ···

অভিরাম। পরিত্যজ্যং ··

[অভিরাম পিছু ঘুরে হন্‌হন্ করে পা চালায়, লম্বোদর তার বঁটিখানা টেনে ধরে।]

লম্বোদর। কোন্ শালা তোর কাছে হাত পাতে র‍্যা! শোন্ ব্যাটা আঁটকুড়োর পো শোন্—দিন আসছে, যেদিন লম্বোদর ভট্ট তোদের সব্বার সব দেনা সুদে আসলে গুণে দেবে।

অভিরাম। সুদ লাগবে না, আসলটাই দিয়ো।

লম্বোদর। তাই দেব। শুক্লা পঞ্চমীটা অবধি ধর্যি ধর্! ভাগ্যিস শালা নন্দটা মত্তে বসেছে!

অভিরাম। মত্তে বসেছে! কোন্ নন্দ গো? মোদের গোয়ালাপাড়ার নন্দ ঘোষ!

লম্বোদর। আরে থোস্···নন্দ ঘোষ! (এক ঝটকায় বঁটিখানা ছিনিয়ে নিয়ে) মহারাজা নন্দ ··অযোধ্যার রাজা!

অভিরাম। অযোধ্যা! সে কোন্ গ্রাম!

লম্বোদর। হ্যা হ্যা হ্যা ··অযোধ্যা কোন্ গ্রাম! আঁটকুড়োর ব্যাটার কথা শোনো! স্বদেশের রাজধানীর নামটাও জানে না র‍্যা···

অভিরাম। পুঁটিমাছের যে সাগরের খোঁজ লাগে না র‍্যা। দাও, বঁটি দাও···আমার হাটের বেলা গেল।

[লম্বোদর বঁটিখানা পেতে বাঁটের ওপর গ্যাঁট হয়ে বসে, বেশ রসিয়ে শুরু করে।]

লম্বোদর। ব্যারাম···কঠিন ব্যারাম···বুঝলি তো, আয়ুর্বেদাচার্য ভেষগাচার্য তাবড় তাবড় চিকিচ্ছক···সব পরাস্ত! কেউ ঠাওরাতে পারছে না, কী সে ব্যাধি! চোখের ওপর শুকিয়ে শুকিয়ে নন্দরাজা সজনে ডাঁটির মতো হয়ে যাচ্ছে র‍্যা···

অভিরাম। (হঠাৎ তারস্বরে) হরিবোল···হরিবোল···নন্দরাজা পটল তোল···

লম্বোদর। অ্যাই অ্যাই অলুক্ষুণে কথা মোটে মুখে তুলবি না···

অভিরাম। অলক্ষণ! চালের মূল্য অগ্নি···ডালের মূল্য অগ্নি···বুঝলে গো জামদগ্নি, তোমার ঐ নন্দরাজার গন্ধখানি মোটে মিষ্টি লাগে না! (জোরে) হরি হরি বোল···

লম্বোদর। চুপ! চুপ! নন্দটি হরিবোল হয়ে গেলে, দানযজ্ঞিটি করবে কে, অ্যাঁ? এতো এতো সোনাদানা···দুগ্ধবতী ষাঁড়···কে দেবে র‍্যা!

অভিরাম। রাজা দানযজ্ঞি করছে!

লম্বোদর। না করছে তো অযোধ্যায় যাচ্ছি কেন! পঞ্চমীতে বেলপাতাটি রাজার মস্তকে ঠেকিয়ে আয়ুষ্কামনা করব···আর রাজা অমনি ঢেলে দেবে···এই আমাদের মতো সদাচারী দ্বিজ শ্রেষ্ঠদের কোঁচড় ভরে দেবে! আজই অযোধ্যায় যাত্রা করতে হবে।

অভিরাম। যেয়ো না···কিচ্ছু পাবে না··

লম্বোদর। (খিঁচিয়ে) কেন, পাবো না কেন র‍্যা, অনামুখোটা কুডাক ডাকছে র‍্যা···

অভিরাম। নিজেই তো বললে, সদাচারী বামুনদের দান করবে! তুমি তো বিয়ের লগ্নে শ্রাদ্ধের মন্তর পড়ো। পূজোর কালে তোমার এক চোখ থাকে পিতিমের ওপর, আরেক চোখ গোঁত্তা খেয়ে পড়েথাকে বলিদানের প্যাঁটার ওপর! তাছাড়া তোমার তুখানা হাতে কোনো বোঝাপড়া নেই। আরতির কালে···হয় তোমার ঘণ্টা নড়ে, নয় তোমার বিল্বিপত্তর নড়ে···তুটো একযোগে নড়ে না!

লম্বোদর। অ্যাই···অ্যাই···অগাধ নরকে যাবি শালা। আমি ভট্ট বংশের কুল তিলক! নে পায়ের ধুলো নে! (অভিরাম জিব কেটে লম্বোদরের পায়ে হাত দিতে লম্বোদর তার হাত তুখানা জড়িয়ে ধরে।) চল্ আমার সঙ্গে অযোধ্যায় চল্ বাবা···

অভিরাম। আমি!

লম্বোদর। নে গুছিয়ে নে···আজই যাত্রা শুভ! পঞ্জিকায় বলছে··· অগাধ ধনলাভ···

অভিরাম। লাভ হবে, ব্রাহ্মণদের হবে! আমি কামার···আমি যাবো কি সেখানে সঙ নাচতে!

লম্বোদর। পাবি···পাবি···আমার থেকে এক আনা অংশ পাবি··· রাজা আমাকে দান দেবে, আমি তোকে এক আনা অনুদান দেবো···

অভিরাম। থাক্! যদ্দিন এই হাত তুখানা আছে আর হাপরখানা আছে, আমার ষোলো আনাই আছে! ভিক্ষে করতে যাবো কেন! যাবে যাও, নিজে যাও—

লম্বোদর। আরে বাবা নিজে যাবার ক্ষ্যামতা থাকলে তোর পায়ে তেল মাখাতুম নাকি? নেহাৎ অনেক দূর পথ···ঘুর পথ···প্রায় এক পক্ষকালের পথ···বনজঙ্গল নদী পাহাড়···দুর্গম পথ···তুই না গেলে আমি কার পিঠে চেপে পার হব র‍্যা?

অভিরাম। কী হ'ল, আমার পিঠে পথ পার হবে?

লম্বোদর। তোর এই কোলটিতে মাথাটি দিয়ে ঘুমুবো···তুই রান্নাটি করে, অন্নটি আমার মুখে ধরবি। দে বাবা, তোর কামারশালাটা আজই বেচে দে···

অভিরাম। কেন, কামারশালা বেচতে হবে কেন?

লম্বোদর। (রেগে) বোঝাও···এ মুখ্যুকে আর কী করে বোঝাবে বোঝাও! ওরে শালা, প্রায় এক পক্ষকালের পথ···কামারশালা না বেচলে বাপবেটার পথ-খরচা উঠবে কোত্থেকে র‍্যা···

অভিরাম। দেখি, পা দুখানা দেখি! (লম্বোদর পা এগিয়ে দেয়) তোমার ক্ষুরে ক্ষুরে দণ্ডবৎ ঠাকুর! পরিত্যজ্যং! চিরতরং পরিত্যজ্যং!

[অভিরাম বঁটি ছিনিয়ে নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, হঠাৎ রাজস্ব আদায়কারী মুরলীধর ছুটে এসে তার হাতখানা খপ করে চেপে ধরে।]

মুরলী। কোথায় পালাচ্ছিস···উঁ উঁ উঁ?

লম্বোদর। ধর্ ধর্ বাবা মুরলীধর, মুণ্ডুটা চেপে ধর! আঁটকুড়োর ব্যাটার বড্ড বাড় বেড়েছে।

মুরলী। আমায় দেখতে মোটেই ভালো লাগে না, কী বলিস···উঁ উঁ?

লম্বোদর। মোটে না! এই তো বললে, ঐ মুরলীধর আসছে···একটি সুদর্শন বরাহনন্দন!

অভিরাম। না গো! আমি হাটে যাচ্ছি!

মুরলী। চুপ!

লম্বোদর। চু-উ-প!

মুরলী। শালা তিলে খচ্চর হয়েছ, উঁ!···দে, রাজস্ব দে!

লম্বোদর। দে—

অভিরাম। কেন!

মুরলী। রাজার রাজত্বে বাস করবি, কর দিবি না, উঁ!

অভিরাম। এই তো ফাগুন মাসে দিলুম···

মুরলী। সে তো গেল বাৎসরিক কর, বিশেষ করটা কে দেবে, উঁ উঁ উঁ!

লম্বোদর। রাজা কি বিশেষ কর বসিয়েছে নাকি হ্যাঁ মুরলীধর···

মুরলী। তোমাদেরই জন্যে! ভুরি ভুরি দান নেবে, আয় না হলে দানটা হবে কী করে ঠাকুর···কী করে হবে, উঁ উঁ!

লম্বোদর। (আনন্দে ছাতাটা মাকুর মত ফরফরিয়ে) বটেই তো···বটেই তো···

মুরলী। এসব কাজে তো রাজকোষে হাত দেওয়া যায় না, ঐ বাইরে থেকে তুলে নিয়ে বাইরে বাইরে ছড়িয়ে দিতেহবে! কী বুঝলে, উঁ!

লম্বোদর। (চকচকে চোখে) বুঝেছি · বুঝেছি! (অভিরামকে) তুই কর দিবি, সেই কর রাজার কর ঘুরে আমার করে এসে করকর করবে! তুই থেকে রাজা···রাজা থেকে আমি! ত্রিভুজ! (অভিরামের বঁটি কেড়ে নিয়ে) ধর্ বাবা মুরলীধর, বঁটিকর ধর্।

[মুরলীধরকে বঁটি দেয়।]

অভিরাম। ওগো না, ওটা বেচে চাল কিনব···বঁটি দাও···

[অভিরাম মুরলীধরের দিকে ছুটতে, লম্বোদর পেছন থেকে ওকে টেনে ধরে।]

লম্বোদর। ওরে ওই লোহার বঁটি সোনার বাঁট হয়ে এই হাতে ঘুরে আসবে! চল্, অযোধ্যা চল্···

অভিরাম। (লম্বোদরকে) ছেড়ে দাও···(মুরলীকে) আমার বঁটি···

মুরলী। (বঁটির ধার পরীক্ষা করে) ধারালো আছে! থাক্! কিন্তু এতে মিটবে না। আর কি দিবি···উঁ উঁ উঁ?

অভিরাম। আর কি দেব, কি আছে আমার!

মুরলী। কর না দিলে দশ ঘা বেতের ব্যবস্থা! তাই খাবি, উঁ?

[মুরলীধর অভিরামের হাত ধরে টানে।]

অভিরাম। ওগো না ··ছেড়ে দাও গো···

লম্বোদর। (অভিরামের আর এক হাত টানে) চল্ বাছা চল্, তোকে ছ আনি ভাগ দেব!

অভিরাম। না···

মুরলী। ছেড়ে দাও ঠাকুর, বেত্রাঘাতে বাধা দিয়ো না।

লম্বোদর। তুই ছেড়ে দে, যাত্রাপথে বিঘ্ন ঘটাস না। আয়, সিকি ভাগ দেব! তুই রাজভোগ খাবি!

মুরলী। আয়, পিঠের ছাল তুলে নেব!

লম্বোদর। আয়, বাবা আয় ··অযোধ্যা থেকে পিঠে পুঁটলি বেঁধে ফিরবি!

মুরলী। আসবি কি আসবি না, উঁ উঁ উঁ?

লম্বোদর। আয়, বাবা আয়···আমার সাথে আয়···কতো ধনরত্ন···
কতো মণিমুক্তো···

[মুরলীধর ও লম্বোদর অভিরামের দুহাত দুদিকে টানে। অভিরামের অবস্থা বিপর্যস্ত।]

[আলো নেভে]



রা জ দ র্শ ন

....

॥ প্রথম অঙ্ক ॥ তৃতীয় দৃশ্য ॥

[অযোধ্যার রাজবাড়ি। ছোট রানী যশোমতীর মহল। নীরব নিশুতি রাত্রি। ঘরের কোণে ঘৃত-প্রদীপ জ্বলছে। তারই নৃত্যরত আলোছায়ায় দেখা যাচ্ছে ছোটরানী যশোমতী একছড়া বেলকুঁড়ির মালার মতো পালঙ্কে লুটিয়ে আছে। দাসী কুব্জা ঢুকল। পিঠে তার মস্ত বড় কুঁজ, মাথায় শনের মতো পাকা চুল, গালে একটি দাঁতও নেই, সর্বাংগে অলংকারের ছড়াছড়ি।]

কুব্জা। আহা, বাছা আমার নেতিয়ে পড়েছে গা! ও ছোটরানা···
রানীমা! আহা পথ চেয়ে বসে বসে, হতাশ মাধবীলতা শুয়ে

পড়েছে গা! ও মাগো, কত সাধের করবী···ভেঙে চচ্চড়ি হয়ে গেল গা···ও ছোটরানীমা···মা গো···

[কুব্জা নরম হাতে যশোমতীর চিবুকটা ঘোরাতেই, যশোমতী ডুকরে কেঁদে উঠল।]

পোড়া কপাল আমার! কাজল ধুয়ে গেছে···কুমকুম মুছে গেছে! আর সেই পুরুষটিকেও বলি, রোজ সন্ধে থেকে রানী আমার সেজেগুজে পিত্তি পড়িয়ে বসে থাকে···টানা সাত দিনের মধ্যে তোমার পাত্তা নেই গা!

যশোমতী। ওরে কুব্জা! [কুব্জার বুকে মুখ ঢেকে কাঁদছে।]

কুব্জা। (যশোমতীর মাথায় হাত বুলুতে বুলুতে) পুরুষ মানুষেরে বিশ্বাস নেই গা! ছাখো গে যাও, আর কার সঙ্গে ভাব পাতিয়ে বসে আছে···

যশোমতী। একটু ছাখ না কুব্জা···এগিয়ে ছাখ না···

কুব্জা। কি করতে দেখব বাছা, সে তো রাতকানা না। অ্যাদ্দিন পাঁচিল টপকে টপকে এলো! (থেমে) এলেই তোমাদের কাছ থেকে একটা গয়না পাই···একটি সাক্ষাৎকার, একটি অলঙ্কার। সাত সাতটা দিন আমার ভাগ্যেও ঢ্যাঁড়া গো··

যশোমতী। আর কতোকাল আমাদের এইভাবে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখা করতে হবে রে কুব্জা!

কুব্জা। তা কি করবে বাছা, তুমি যে এখনো সধবা! লুকিয়ে ছাড়া, দেখিয়ে প্রেম করবে কী করে মাগো!

যশোমতী। আমি কি আর এ জন্মে বিধবা হতে পারব না রে কুব্জা?

কুব্জা। আহা আহা কি বুকফাটা আকুতি, বেধবা হবার তরে কি

ব্যাকুলতা! এক চোখো ভগবান, দুবেলা কতো মেয়েরে বেধবা করছে···তারা হতে চাচ্ছে না···তবু করে মরছে···আর আমার রানী দুবেলা মাথা কুটছে, বেধবা করো···বেধবা করো···তার টনক নড়ে না গা···

যশোমতী। আর নড়েছে! দেখিস্ করবে বিধবা···ঐ তোর মতো চুল পেকে গেলে করবে!

কুব্জা। লোকসান বাছা, ষোল আনা লোকসান! আমার বয়সে বেধবাও যা, সধবাও তাই গো, সব একাকার! এই যে আমি··· সধবা কি বেধবা, তাতে আমারই বা কি···কারই বা কি··· (যশোমতীর মুখের কাছে মুখ নিয়ে এক গাল হেসে) তোমার হচ্ছে ঠিক বয়েস গা···ভরা বয়েস···

যশোমতী। কী যমের অরুচি স্বামী আমার জুটেছে বল্···

কুব্জা। সে আর বলতে! ঘাটের মড়া···এই মরে এই মরে···তবু মরে না! কচ্ছপের প্রাণ গো···সোয়ামি না গজকচ্ছপ!

যশোমতী। ছাখ রাজ্যের সব চিকিৎসক মাথা নেড়ে বলে গেল, এ রোগী আর ফিরবে না···

কুব্জা। রাজ্যি সুদ্ধ লোক বলছে···নন্দরাজা পটল তোল্···পটল তোল্···

যশোমতী। তবু কেন তুমি তুলছ না! কেন তাদের কথা শুনছ না! (হঠাৎ কেঁদে) এখনো বাঁচার চেষ্টা করছে রে! রোগ-শয্যায় শুয়ে গর্জন করছে!

কুব্জা। লালসা গো···লালসা! ছ্যা ছ্যা! এখনো আশা, আবার

সোজা হয়ে দাঁড়াবে···চন্দন সুবাস মেখে আবার ছোটরানীর ঘরে আসবে—পিদিমের আলোয় প্রাণের পিতিমের মুখখানি দেখবে !

যশোমতী। তার আগে আমি মরব। আগুনে ঝাঁপ দেব, জলে ডুব দেব—

কুব্জা। একটা করো বাছা, দুটো করলে জলে আগুনে কাটাকুটি হয়ে যাবে গা।

যশোমতী। আচ্ছা তোর কি মনে হয়রে কুব্জা, ব্রাহ্মণের আশীর্বাদে রাজার ব্যারাম ভালো হয়ে যাবে !

কুব্জা। সে তো যাবেই !

যশোমতী। মুখে পোকা পড়ুক তোর !

কুব্জা। ব্রেহ্মোতেজে কিনা হয় মা !

যশোমতী। থাম্ থাম্ কুঁজি, তুই কেবল আমাকে ভয় দেখাস !

কুব্জা। না গো ছোটরানী, ও বেহ্মোতেজ তুমি ছোটো করে দেখো না···। বাবা, ও বড় জটিল জিনিস। এই বলছি তুমি মিলিয়ে নিয়ো, হাজার হাজার দ্বিজবিপ্র ছাড়বে ফুঁ—আর নন্দের সব রোগ ফুস্ ফুস্ করে উড়ে যাবে !

যশোমতী। তুই বোধ হয় চাস, তাই যাক্—

কুব্জা। অ্যাঁ !

যশোমতী। আচ্ছা তুই তো মহারাজের ধাই ছিলি, নারে কুব্জা !

কুব্জা। মহারাজের বাপেরও ছিলুম গা। হ্যাঁ গো দুজনেই জন্মেছে এই হাতের ওপর ! কোলে করে নাচাতুম···প্রাসাদের চুড়োয় উঠে চাঁদ দেখাতুম···

যশোমতী। তুই বোধহয় চাস্ না, নন্দরাজা মরুক···

কুব্জা। ও কথা বলো না বাছা···ও কথা বলো না! ধাই তো কি হয়েছে? তুমি বেধবা হবে, আমারো কি কম পাওনা গা! কতো কাপড় চোপড় গয়না গাঁটি পেতুম! আমার মেয়েগুলোর অঙ্গ ভরে যেত গা! (কেঁদে ওঠে) অভাগী···অভাগী ··মাগো, দুজনে মিলেও রাজাটাকে খেতে পারলুম না গা···

[কুব্জা ও যশোমতী গলা জড়িয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। নেপথ্যে নন্দরাজার একটানা চীৎকার।]

যশোমতী। ঐ শোন্, শোন্‌রে কুব্জা···

কুব্জা। ঐ তো রাজার যন্ত্রণা বেড়েছে। শয্যাকণ্টক হয়েছে গা···

শয্যাকণ্টক! কিন্তু গলার তেজটা যেন বেড়েছে!

যশোমতী। তাইতো! ওরে কুব্জা, বাড়ল কেন?

কুব্জা। কী জ্বালা···কী জ্বালা···

[দরজায় টুং টুং ঘণ্টা বাজল। কুব্জা ধড়মড়িয়ে উঠল।]

কুব্জা। আর দেখতে হবে না! নাও, নাও গুছিয়ে বসো! (একটা আয়না এনে ছোটরানীর হাতে দিল। ছোটরানী মুখ দেখছে।) হুঁ তাম্বুল খাও! (মুখের মধ্যে পান ঢুকিয়ে দেয়।) চোখ দুটি ভ্রমরের মতো নাচাবে···এই যে দেখো, এমনি-এমনি···(কুব্জা চোখ নাচিয়ে দেখায়) যদি চন্দ্রসুধা পান করতে চায়···(ছুটে জানালায় যায়।) এমনি করে দাঁড়াবে···(কুব্জা বিচিত্র ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে দেখায়। ঘণ্টা বাজল। কুব্জা সামলে নিয়ে দরজার দিকে ছুটল।) যাই···(থেমে) ধাই তো কি হয়েছে, কোলে করে

নাচিয়ে নাচিয়ে বড় না করলে…আজ কি তার বৌকে প্রেম করিয়ে এতো গয়না পেতুম গা—[কুব্জা ছুটে গিয়ে দরজা খুলে দিল। সামনে দাঁড়িয়ে আছে, রাজভ্রাতা চন্দ্রকেতু।]

কুব্জা। (ছদ্ম বিস্ময়ে) কী সৌভাগ্য…কী সৌভাগ্য! কুমার চন্দ্রকেতু! তা অন্তঃপুরে কেন? পথ ভুলে? আপনি কি জানেন না, এখানে আপনার জ্যেষ্ঠভ্রাতার কনিষ্ঠা ভার্যা…

চন্দ্রকেতু। সর্! [চন্দ্রকেতু ঘরে ঢুকতে যায়। কুব্জা দু'হাতে দরজা আটকে ধরে।]

কুব্জা। না না না…আগে দাসীর পাওনা মিটিয়ে তারপর। (হাত পেতে) এক জোড়া নূপুর না পেলে আজ দরজা ছাড়া যাবে না।

চন্দ্রকেতু। (ধাক্কা দিয়ে কুব্জাকে মাটিতে ফেলে দেয়) সরে যা কুঁজি! তোর সঙ্গে হাস্য পরিহাসের সময় নেই! (দ্রুত পায়ে ঘরে ঢুকে) এই যে যশোমতী! বাঃ, তুমি এখন তাম্বুল চর্বণ করছ! ভাল, ভাল! আর কী বা করবে তুমি!

যশোমতী। কী হ'ল চন্দ্রকেতু!

চন্দ্রকেতু। সে আর তুমি শুনে কী করবে! খাও…তুমি তাম্বুল খাও…

যশোমতী। ওমা, আমার কী হবে গো! নিশ্চয়ই গুরুতর কিছু! চোখমুখ অমন লাগছে কেন? ওরে মুখপুড়ি কুঁজি—হাঁ করে কি দেখছিস…বাতাস কর্…

[কুব্জা চন্দ্রকেতুকে বাতাস করছে। চন্দ্রকেতু গোমড়া মুখে বসে আছে। নেপথ্যে নন্দরাজার আর্ত চীৎকার।]

যশোমতী। চন্দ্রকেতু…

চন্দ্রকেতু। এতোকাল জানতুম অযোধ্যার সিংহাসন আর রত্নভাণ্ডারের

দাবীদার কেবল আমি···আমি একা ! নন্দরাজা চোখ বুঁজলে, সব পাবে ছোট ভাই চন্দ্রকেতু···

যশোমতী। ঠিকই তো !

চন্দ্রকেতু। গত সাতদিনে আমি অন্তত একশো দাবীদারের সন্ধান পেয়েছি।

যশোমতী। বলো কী !

চন্দ্রকেতু। এই অন্তঃপুরের মহলে মহলে নন্দরাজার যতো রানী আছে, সবার লক্ষ্য ঐ সিংহাসন আর রত্নভাণ্ডার ! যাও, যে কোনো ঘরে উঁকি দিয়ে দেখো, দেখতে পাবে ষড়যন্ত্রের মহাসভা বসেছে !

যশোমতী। সে কি গো, আমরা তো জানতুম, কেবল আমরাই ডুবে ডুবে জল খাচ্ছি···ওরাও খাচ্ছে !

চন্দ্রকেতু। অপুত্রক রাজার বড়রানী মেজরানী যে যার ভাইকে জামাইকে অযোধ্যার ভাগ্যাকাশে স্থাপন করতে চায়। রাজ্যের শ্রেষ্ঠীবর্গ পুরোহিতবর্গ প্রায় সকলেই চক্রান্তে জড়িত। জানি না রাজপুরীর দাসদাসীরা কতোখানি লিপ্ত···

যশোমতী। পায়ে পায়ে শত্রু !

চন্দ্রকেতু। ঘরে শত্রু, বাইরে শত্রু ! হাঁক পড়েছে বিদ্রোহের !

যশোমতী। বিদ্রোহ !

চন্দ্রকেতু। বৃষলের নাম শুনেছ ?

যশোমতী। বৃষল ?

চন্দ্রকেতু। দরিদ্র চাষীর সন্তান। অমিত বলশালী। ময়ূর চরিয়ে খায় তাই তার নাম মৌর্য বৃষল ! ঘোষণা করেছে, নন্দরাজার ধনাগার লুণ্ঠন করে বিলিয়ে দেবে দরিদ্র প্রজাদের মাঝে।

যশোমতী। কী সর্বনাশ!

চন্দ্রকেতু। অপদার্থ অক্ষম নন্দ। তারই শৈথিল্যে আজ নন্দবংশের সিংহাসন হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে!

যশোমতী। তাহলে কী করবে চন্দ্রকেতু? এখন উপায়···

চন্দ্রকেতু। উপায় একটাই। যমালয়! যমালয়ে পাঠাব নন্দরাজাকে। বুঝতেই পারছ, যে আগে মারতে পারবে, দৌড় প্রতিযোগিতায় জিতবে সেই!

[বস্ত্রের আড়াল থেকে একটা ঝকঝকে রূপোর কৌটো বার করে।]

যশোমতী। কীসের পাত্র···?

চন্দ্রকেতু। (হেসে) অমৃত···

কুব্জা। বিষ!

[নেপথ্যে নন্দের রোগযন্ত্রণার চীৎকার। এই রাতে অভিশপ্ত প্রাসাদের মহলে মহলে সে আর্তনাদ ঘুরে বেড়াচ্ছে:]

চন্দ্রকেতু। আমার ঐ জ্যেষ্ঠভ্রাতাটি চিরকাল আমার সৌভাগ্য আড়াল করে রেখেছে। চাই রাজ্য, চাই সম্পদ, রূপবতী নারী! চাই অযোধ্যার সিংহাসনে নন্দবংশের অক্ষয় পরমায়ু! শুক্লা পঞ্চমীতে ব্রাহ্মণের আশীর্বাদে আমি তাকে উঠে দাঁড়াতে দেব না! ঠোঁট দুটো ফাঁক করে ঢেলে দিতে হবে···

কুব্জা। ভ্রাতৃহত্যা করবেন কুমার!

চন্দ্রকেতু। বৈমাত্রেয় ভাই, ভাই নয়রে কুঁজি! (বস্ত্রের আড়াল থেকে

রাজাজ্ঞাপত্র বার করে) দেখ রাজ-আজ্ঞা। মহারাজ নন্দ তাঁর রাজ্যপাট···ধনসম্পত্তি···প্রিয়তমা যশোমতীকে তুলে দিয়ে যাচ্ছেন প্রিয়তম কনিষ্ঠ চন্দ্রকেতুর হাতে।

যশোমতী। জালপত্র!

চন্দ্রকতু। জালপত্র! বিষটা খাইয়ে মৃত নন্দের করছাপটা তুলে নিতে হবে এই পত্রে।

যশোমতী। সাতদিন ধরে তুমি অনেক কাজ করেছ চন্দ্রকেতু। কিন্তু শিয়রে সর্বদা প্রহরী···বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে?

চন্দ্রকেতু। তাও ঠিক করেছি!

যশোমতী। করেছ?

চন্দ্রকেতু। কাল মধ্যরাতে, স্বপ্নে. এক ঘোরবর্ণ দেবমূর্তি···মহাশনি··· আমাকে নন্দের হত্যাকারীর সন্ধান দিয়ে গেছেন!

যশোমতী। কে! কে সে!

চন্দ্রকেতু। সে আছে এই অন্তঃপুরে। অশীতিপর বৃদ্ধা···তার মাথায় শনের মতো পাকা চুল···পিঠে মস্ত কুঁজ···

কুব্জা। (চমকে) কুমার!

চন্দ্রকেতু। তুই পারবি! নন্দের রোগশয্যার পাশে একান্তে যাবার অনুমতি আছে কেবল তোর! তুই নন্দের ধাত্রী!

কুব্জা। (চন্দ্রকেতুর পা ধরে) না না···আমাকে ছেড়ে দিন কুমার··· আমি পারব না···

চন্দ্রকেতু। না কেন! অযোধ্যার রাজবাড়িতে কুঁজি দাসীরা চিরকাল এ কাজ করে এসেছে। পুরস্কার পাবি, যতো অলংকার চাস ···কুঁজি, তোর কন্যাদের সর্বাঙ্গ ঢেকে দেব···

কুব্জা। চাই না, চাই না···(যশোমতীর পা জড়িয়ে) ওমা, আমার গয়না চাই না। আমি তাকে কী করে মারব মা···সে যে জন্মেছে এই হাতে···

চন্দ্রকেতু। যা বলছি কর, নইলে তোর সন্তানদের আমি তোরই সামনে হত্যা করব!

কুব্জা। রক্ষে করো মা!

যশোমতী। দেবতার আদেশ পালন কর্ কুব্জা!

[যশোমতী দ্রুত পায়ে পাশের কোনো কক্ষে গেল, চন্দ্রকেতু তাকে অনুসরণ করল।]

কুব্জা। দেবতা! (আছাড় খেয়ে লুটিয়ে পড়ে বিস্ফারিত গলায়) আমায় কেন বাছলে গা···আমি তোমার কাছে কী পাপ করলুম গা···

[আলো নেভে।]



রাজদর্শন

....

॥ প্রথম অঙ্ক ॥ চতুর্থ দৃশ্য ॥

[রাজধানী অযোধ্যার উপকণ্ঠে ভাঁড়ুদাসের জলসত্র। গোপনে মদ্য বিক্রয়ের ব্যবসা চলে এখানে। সন্ধ্যাবেলা। দুই সৈনিক ব্যাঘ্রমল্ল ও ভীমভল্লকে দেখা যাচ্ছে—অবিরাম মদ্যপান করে এখন দুটো বড়োসড়ো কোলাব্যাঙের মতো ঝিম ধরে বসে আছে।]

ভীমভল্ল। ব্যাঘ্রমল্ল…ভাই ব্যাঘ্রমল্ল…

ব্যাঘ্রমল্ল। বলো ভাই ভীমভল্ল…

ভীমভল্ল। একটা সাংঘাতিক খবর দেব তোমায়…

ব্যাঘ্রমল্ল। দেবে…আমায় দেবে…সত্যি দেবে? উফ্, তুমি আমায় কতো কী দাও ভাই ভীমভল্ল, আমি তোমায় কিচ্ছু দিতে পারিনে! (জোরে) ভাঁড়ুদাস, ভাই ভীমভল্লকে আমার নামে দু-ভাঁড় লালজল দিয়ে যাও…

ভীমভল্ল। ভাই ব্যাঘ্রমল্ল, তোমায় বিশ্বাস করতে পারি তো?

ব্যাঘ্রমল্ল। সে কী ভাই ভীমভল্ল, আমায় বিশ্বাস করবে না! (কাঁদো কাঁদো গলায়) আমি তোমার বৌয়ের মতো, তুমিও আমার বৌয়ের মতো…দাম্পত্যজীবনে ভাঙন ধরিয়ো না ভাই ভীমভল্ল… (কান বাড়িয়ে) বলে ফেলো…

ভীমভল্ল। (ব্যাঘ্রমল্লের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে) যাঃ, ভুলে গেলুম!

ব্যাঘ্রমল্ল। কী ভুলে গেলে ভাই…

ভীমভল্ল। কী ভুললুম, তাও ভুলে যাচ্ছি! কী বলছিলুম আমি?

ব্যাঘ্রমল্ল। (পানপাত্রটি ভীমভল্লের মাথায় উপুড় করে) ঠাণ্ডা তেল মাখো…স্মৃতিশক্তি ফিরে পাবে! (জোরে) ভাঁড়ুদাস! ব্যাটা কোথায় পালালো! (ভীমভল্লের মাথায় মদ থাব্ড়াতে থাব্ড়াতে) যা পরিশ্রম যাচ্ছে, মাথার কী দোষ! বাব্বাঃ! কাল শুক্লা পঞ্চমীটা কাটলে বাঁচি! রাজধানীর ভীড় দেখছ? দেশে যে এত বামুন ছিল, জানা ছিল না ভাই। মৌমাছির মতো ঝাঁকে ঝাঁকে আসছে…

ভীমভল্ল। (লাফিয়ে) পড়েছে…মনে পড়েছে…যে কথাটা বলছিলুম …ভাই ব্যাঘ্রমল্ল, সবাই বামুন না!

ব্যাঘ্রমল্ল। অ্যাঁ!

ভীমভল্ল। হ্যাঁ, অন্তত দশ জনের দেখা পেয়েছি…চণ্ডাল!

ব্যাঘ্রমল্ল। বলো কি!

ভীমভল্ল। হ্যাঁ ভাই, পাওনা-থোওনার লোভে গলায় পৈতে ঝুলিয়ে ভিড়েছে! ইয়া লম্বা পৈতে…

ব্যাঘ্রমল্ল। ইয়া লম্বা!…চুপচাপ থাকো! নিতে দাও দান। তারপর

ঘ্যাক্ করে ধরব। অর্ধেক সোনাদানা আদায় করে ছাড়ব। চলোত, চণ্ডালগুলোর মুখ চিনিয়ে দেবে…

ভীমভল্ল। চলো! তোরাও খাবি…আমরাও খাবো!

[ব্যাঘ্রমল্ল ও ভীমভল্ল পানপাত্র দুটো নিয়েই বেরিয়ে যাচ্ছে। ভাঁড়ুদাস ধৈর্য হারিয়ে পাশের ঘর থেকে আত্মপ্রকাশ করল।]

ভাঁড়ু। পাত্তর দুটো রেখে যান…

ব্যাঘ্রমল্ল। এতোক্ষণ কোথায় বৌ সেজে লুকিয়ে ছিলে চাঁদ ভাঁড়ুদাস?

ভাঁড়ু। মালও খাবেন, পাত্তরও নিয়ে যাবেন, মূল্যও দেবেন না…

ভীমভল্ল। মূল্য! আমাদের কাছে মালের মূল্য চাইছে ভাই ব্যাঘ্রমল্ল…

ব্যাঘ্রমল্ল। (জড়িত গলায় সুর করে) জানিস না মোরা নন্দরাজার সেনা…

ভীমভল্ল। (সুরে) খুশি মতন দোকানপাটে দিয়ে থাকি হানা…

ব্যাঘ্রমল্ল। লুটেপুটে খেয়ে থাকি দুগ্ধ ননী ছানা…

ভীমভল্ল। দামের কড়ি চাইবি যদি…বর্শা মেরে চক্ষুদুটি করে দেব কানা…

[ভীমভল্ল ও ব্যাঘ্রমল্ল ভাঁড়ুদাসের বুকে বর্শা তুলেছে। লম্বোদর ভট্টকে কাঁধে নিয়ে অভিরাম ঢুকল। কাঁধে বসে নিশ্চিন্তে নাক ডাকাচ্ছে লম্বোদর। বগলে উলঙ্গ ছাতা, কাঁধে পুঁটলি। অভিরামের অবস্থা বিপর্যস্ত। টলছে, হাঁপাচ্ছে।]

অভিরাম। এক কোষ জল পাওয়া যাবে গো…এক কোষ জল…

(সকলে অভিরামের দিকে ঘোরে) ছাতি ফেটে যাচ্ছে···একটু জল···

ভীমভল্ল। (অভিরামের মুখের কাছে গিয়ে) ভাই ব্যাঘ্রমল্ল, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নাক ডাকাচ্ছে!

অভিরাম। (কাঁধের ওপর লম্বোদরকে দেখিয়ে) আমি না, উনি—!

ব্যাঘ্রমল্ল। (চোখ কচলে) তোমরা কজন বাবা!

অভিরাম। (দুটি আঙুল দেখিয়ে) নিচে একজন···ঘাড়ে একজন! ও ঠাকুর, নামো—

ভাঁড়ু। কতক্ষণ বইছো?

অভিরাম। চোদ্দদিন আজ্ঞে! সেই গাঁ থেকে শুরু হয়েছে···

ভাঁড়ু। একটানা!

অভিরাম। টানা! খালি প্রাতকৃত্য করতে নামেন! ফলাহার করতে জাগেন! খেয়ে দেয়ে পুষ্ট হয়ে দু হাঁটু দিয়ে গুঁতো ঝাড়েন, চল্ অযোধ্যায় চল্! ও ঠাকুর, আমরা অযোধ্যায় এসে পড়েছি গো!

ব্যাঘ্রমল্ল। ভাই ভীমভল্ল, এর পেতেও ইয়া লম্বা···!

ভীমমল্ল। হুঁ। (নিদ্রিত লম্বোদরকে বর্শার টোকা দিয়ে) অ্যাই হুট্ হুট্···নাম্ নাম্···এই ব্যাটা চণ্ডাল···

[খোঁচা খেয়ে লম্বোদর দু হাঁটু দিয়ে অভিরামের পাঁজরে গুঁতো দেয়।]

অভিরাম। ওরে বাবারে···পাঁজরা ঝাঁঝরা করে দিল রে···

[অভিরাম বসে পড়ে। লম্বোদরের ঘুম ভাঙে। চারদিক দেখে শুনে বেশ সপ্রতিভভাবে কাঁধ ছেড়ে নামে। হাই তোলে, আড়মোড়া ভাঙে।]

ভীমভল্ল। পিঠে চেপেছিস কেন, মানুষ হয়ে মানুষের পিঠে···

লম্বোদর। হাঁটতে পারি না বাপু! পায়ে ব্যথা! বগলে ফোঁড়া হয়েছে কিনা—

ভীমভল্ল। তবে ছেড়ে দিলুম! (সহসা খেয়াল হয়) ফোঁড়া হলো বগলে, ব্যথা হলো পায়ে? ব্যাঘ্রমল্ল···

ব্যাঘ্রমল্ল। (বর্শা তুলে) দে, অর্থদণ্ড দে!

লম্বোদর। এর জন্যে দণ্ডও দিতে হবে! দে, দণ্ডটা দিয়ে দে অভিরাম···

অভিরাম। বাঃ, তুমি চাপলে কাঁধে, দণ্ড দেব আমি!

লম্বোদর। তা আমি কোথায় পাব র‍্যা! খালি-ট্যাঁকের মানুষ! জানিস না, তোর ওপর দেহ ফেলে আসছি! ধরো বাপু ওকেই ধরো! পুঁজি-পাটা ওর কাছে! কামারশালা আর হাপর বেচে আসছে!

অভিরাম। আমি বেচেছি, না তুমি আমায় বেচিয়ে ছেড়েছো!

লম্বোদর। বেঁচে গেছিস শালা! আমি পরামর্শ না দিলে ঐ কামারশালা আর হাপর মুরলীধরের গর্ভে যেতো···

অভিরাম। (কাঁদতে কাঁদতে) সারা পথ আমার ঘাড় ভেঙে দই চিঁড়ে আর খরমুজা খেতে খেতে আসছে। আমায় বলেছে, দানের অর্ধেক ভাগ দেবে···তুমি যদি না দিয়েছ ঠাকুর ··

লম্বোদর। অর্ধেক হবে না, সিকি পাবি। কিন্তু আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করলে, দু আনাও পাবি না···

অভিরাম। (কাঁদতে কাঁদতে) এর মধ্যে দু আনা বলছে, খানিক পরে এক আনা বলবে···

ভীমভল্ল। চুপ চুপ! সব চুপ! (লম্বোদরকে) কাল যাতে তুমি

সর্বাগ্রে মহারাজের দর্শন পাও···বড়সড় দান পাও···আমরা সে ব্যবস্থা করে দেবো···

লম্বোদর। পারবে বাবারা, করে দিতে পারবে ?

ব্যাঘ্রমল্ল। কেন পারব না ? আমরা হলুম মহারাজের দেহরক্ষী ! ডাইনে বাঁয়ে থাকি ! প্রচুর পাইয়ে দেব···

ভীমভল্ল। কিন্তু যা পাবে তার অর্ধেক আমাদের ছাড়তে হবে ! রাজী ?

ব্যাঘ্রমল্ল। হ্যাঁ, আমরা সবাইয়ের কাছ থেকে নিচ্ছি···

ভীমভল্ল। যদি রাজী না হও, গরিবের পাঁজরে হাঁটু চালানোর জন্যে কারাগারে নিয়ে যাবো ! চল্···

[ব্যাঘ্রমল্ল ও ভীমভল্ল অভিরামকে টেনে নিয়ে যেতে থাকে।]

অভিরাম। (চীৎকার করে) আমি গুঁতো মারিনি···আমি গুঁতো খেয়েছি ! ও ঠাকুর আমারে কারাগারে নিয়ে যায় গো···

লম্বোদর। (তড়াক করে একটা উঁচু বেদীর ওপর লাফিয়ে উঠে) তবে র‍্যা ! আমি লম্বোদর ভট্ট দ্বিজকুলরতন···ধম্মোপুত্তুরে মোর করিস পীড়ন ? ছিন্ন করি উপবীত দিব অভিশাপ···উর্দ্ধবাহু হয়ে করিবি বাপ বাপ—(উলঙ্গ ছাতা বারংবার খোলে আর বন্ধ করে) দূর হ ! আঁটকুড়োর ব্যাটারা—দূর হ !

[অদ্ভুত সেই ছাতার আস্ফালনে ব্যাঘ্রমল্ল ও ভীমভল্ল ছুটে পালায়।]

ভাঁড়ু। বেশ করেছেন—উত্তম করেছেন ! উফ্, এই শুয়োরব্যাটা সৈনিকদের জ্বালায় ব্যবসা-বাণিজ্য উঠে যাবে ! নিন, সেবা করুন প্রভু—[ভাঁড়ু এক ঘটি পানীয় দেয়।]

লম্বোদর। (তৃপ্তিতে ঘটিটা মুখে তুলতে গিয়ে থামে) কী র‍্যা ?

ভাঁড়ু। আজ্ঞে বিশুদ্ধ সরযূবারি !

লম্বোদর। কেন, শুঁড়িখানায় সরযূবারি খাবো কেন ?

ভাঁড়ু। (জিভ কেটে) ভুল করছেন…এটা জলসত্র !

লম্বোদর। জলসত্র !

ভাঁড়ু। আজ্ঞে হ্যাঁ, ক্লান্ত পথিকদের এখানে বিনামূল্যে বারি বিতরণ করা হয়। ভাঁড়ুদাসের জলসত্র !

লম্বোদর। কী বলে র‍্যা, মালের গন্ধ ভুরভুর করছে !

ভাঁড়ু। আজ্ঞে না, বারি—

লম্বোদর। (ছাতা উঁচিয়ে) মারব ছাতার বাড়ি ! (বগলে টান পড়ে) ফোঁড়াটা টাটাচ্ছে বলে ছেড়ে দিলুম ! …ঐ সৈনিকরা জল খেয়ে টলমল করছিল !

ভাঁড়ু। আজ্ঞে প্রকাশ্যে জলসত্র ! তবে গোপনে মদ বিক্রয় করি।

লম্বোদর। পথে এসো ! তা বাবা ভাঁড়ুদাস, গোপন ব্যবসাটি কদ্দিন চালানো হচ্ছে ?

ভাঁড়ু। আজ্ঞে তা বহু পুরুষ হয়ে গেল ! সেই রামচন্দ্রের আমল থেকে—

লম্বোদর। বলে কী র‍্যা, রামরাজ্যে গোপনে মাল চলত !

ভাঁড়ু। গোড়ায় চলত না ! রামচন্দর লঙ্কা থেকে ফেরার পর চলত। হনুমানদের জন্যে ব্যবস্থা করতে হয়েছিল।

লম্বোদর। যা, সরযূজলের ঘটিটা ভাল করে ধুয়ে মেজে একঘটি লালজলের ব্যবস্থা কর্।

ভাঁড়ু। দ্বিজবর, মাল খাবেন ?

লম্বোদর। প্রকাশ্যে খাবো না, গোপনে খাবো ! যা—নিয়ে আয়…

ভাঁড়ু। (গম্ভীর মুখে) মূল্য—

লম্বোদর। এই যে শুনলুম বিনামূল্যে—

ভাঁড়ু। বিনামূল্যে সরযূজল, নেশার জল এক ঘটি এক কড়ি। সারা-দিনে ঢের লোকসান গেছে! কড়ি বার করে রাখুন!

[ভাঁড়ু ঘটি নিয়ে অন্দরে চলে যায়।]

লম্বোদর। (অভিরামকে) বার কর্—

অভিরাম। নেই!

লম্বোদর। কী হয়েছে?

অভিরাম। (খিঁচিয়ে) সব খেয়ে শেষ করেছ!

লম্বোদর। একদম চালাকি করবে না অভিরাম। ভেবেছ কতোয় হাপর বেচেছো…আর আমি কত খেয়েছি—তার আমি হিসাব রাখিনি। ভেবেছ তোমার কড়িতে খাচ্ছি বলে, খরচের ওপর দৃষ্টি রাখিনি? এখনো একটা কড়ি আছে তোমার কাছে—

অভিরাম। বাড়ি নিয়ে যাবো!

লম্বোদর। শোনো, আঁটকুড়োর ব্যাটার বায়না শোনো…হচ্ছে শকট বোঝাই করে দানসামগ্রী নিয়ে যাবার পরিকল্পনা…ব্যাঙের পুঁজি সামলাচ্ছে র‍্যা!

অভিরাম। দান সামগ্রী চাইনে…আমি আবার হাপর চালাবো…

লম্বোদর। কোথায় পাবে হাপর! সবই তো ভোগে গেছে…

অভিরাম। কিনব!

লম্বোদর। কী দিয়ে?…ওই এক কড়ি দিয়ে! কলাপোড়া খেলে যা! খালি হাতে দেশে ফিরবি কি, মুরলীধরের বেত খাবি। তাকে ফাঁকি

দিয়ে বেচেবুচে চলে এলি, গুঁতোর নাম বাবাজীবন! হ্যা হ্যা হ্যা আর কোনো পথ নেই···রাজার দান ছাড়া এখন আর কোন বিদ্যে নেই···

[অভিরাম কাঁদছে]

ছাড়্, দোনামোনা ছাড়্। আয়, গরিব জীবনের শেষ দিনটাকে বড়লোকের মতো বিদেয় করি···হ্যা হ্যা হ্যা···

[ভাঁড়ুদাস পূর্ণ ঘটি নিয়ে ঢুকছে। লম্বোদর দুহাত বাড়ায়।]

আয়···আয়···বাবা ভাঁড়ুদাস, শতং জীবতু···

[ভাঁড়ুদাস ঘটি দিয়ে অভিরামের কাছ থেকে কড়িটা নিয়ে চলে গেল, লম্বোদর ঘটিতে চুমুক দিল।]

আঃ, ক্লান্তির অবসান! নিরসন···অপনোদন···আঃ···

[ঢকঢক কয়েক চুমুক খেয়ে নেশায় ঢুলুঢুলু হয়ে।]

অভিরাম, এ আমি কী করছি!

অভিরাম। মাল খাচ্ছো!

লম্বোদর। (আর এক চুমুক দিয়ে) ছিঃ, এ আমি কী করছি···

অভিরাম। ফুর্ত্তি করছ!

লম্বোদর। (আরো খেয়ে) ছিঃ! আমার পুত্রকন্যা ভার্যা কোথায় কোন্ ভাঙা ঘরে বসে···খুদকুঁড়ো খাচ্ছে কি খাচ্ছে না···আর আমি রাজধানীতে বসে মাল খাচ্ছি! ছিঃ!

অভিরাম। ছি ছি করছো, খেয়েও তো যাচ্ছো!

লম্বোদর। ছিঃ! আমার হাতে পড়ে তোর মা এক বেলাও সুখী হয়নি র‍্যা! ছিঃ!···(চুমুক দিয়ে) কাল অযোধ্যা ঝেঁটিয়ে

কেনাকাটি করব! তোর মা'র জন্যে লালপেড়ে বস্তর, পেতলের কলস…লক্ষ্মীরপট…মালপো ভাজার চাটু…যা পাবো সব কিনব… তবে সবার আগে শালা আমার এই ন্যাংটো ছাতাটার লজ্জা নিবারণ করব!…ছিঃ! এ ছাতা খায়, না মাথায় দেয়…ছিঃ!

[লম্বোদরের নেশা দেখে অভিরাম হালুক চালুক করে।]

অভিরাম। (কোষ পেতে) একটু পেসাদ দেবে?

লম্বোদর। ছিঃ! বাপের সামনে মাল খাবি!

অভিরাম। আমি তোমায় বাপ বলিনি…

লম্বোদর। বল্, একবার বল্, তাহলে দেব…একটা বার আমায় বাপ বলে ডাক বাবা…(অভিরাম মুখ ঘুরিয়ে নেয়। লম্বোদরের চোখ ছলছল করে) বলবি না, অভিরাম বলবি না? তোর জন্যে আমি সুখের মুখ দেখতে চলেছি…তুই আমার জন্যে এতো করলি …আর একটু বাপ বলবি না!

[অভিরামের মুখের সামনে পাত্রটা বারবার এগিয়ে দেয়, পিছিয়ে আনে।]

বল্ বাপ…বল্…বল্ বাপ…

অভিরাম। (সংযমের বাঁধ ভেঙে পড়ে। অস্ফুট গলায়) বাপ!

লম্বোদর। নে খা…

[লম্বোদর ঘটিটা নিজের পেছনে নিয়ে নিজের আড়ালে কাৎ করে, অভিরাম কোষ পেতে খেতে থাকে।]

অভিরাম। (খেতে খেতে) ও ঠাকুরবাবা, তুমি আমার সাতজন্মের বাপ গো! তোমার কৃপায় রাজধানীর দর্শন পেলুম গো! তুমি আমায় বড়লোক হতে শেখালে গো…

লম্বোদর। ঐ হাপর চালিয়ে বঁটি-কুড়ুল গড়ে বড়লোক হওয়া যায় না রে বাপ…খেটে বড়লোক কেউ হতে পারে না…বড়লোক হতে গেলে ভিক্ষে করতেই হয়রে…রাজদ্বারে ভিক্ষে করতেই হবে…

অভিরাম। (নেশায় অস্থির হয়ে) ও বাপ…ও আমার বাপ তুমি যদি আমারে দানের ভাগ নাই দাও…তাতেও আমার দুঃখু হবে না গো! আমি বুঝব, বুঝব…আমি আমারই মতো একটা গরিব মানুষেরে কাঁধে বয়ে ঐশ্বয্যির দোরগোড়ায় পৌঁছে দিয়ে গেছি গো।…

লম্বোদর। বাপের জন্যে এক ঢোক ফেলে রাখিস বাপ…ছিঃ!

অভিরাম। তুমি শুধু আমার ধম্মোমায়েরে রানা করো বাপ…আমার নিজের মা নেই…আমার ঐ একটা মা…দুখিনী মা…

[সহসা নেপথ্যে অযোধ্যার রাজপথে তুমুল কোলাহল শোনা গেল। ঝাঁক ঝাঁক অশ্বারোহী সৈন্যের গমনাগমনে চতুর্দিক তোলপাড় হয়ে উঠল। সন্ধ্যার আকাশে জ্বলন্ত মশাল ইতস্ততঃ ছোটাছুটি করতে লাগল। ভাঁড়ুদাস অন্দর থেকে ছুটে বেরিয়ে এল।]

ভাঁড়ু। কী হ'ল…কী হ'ল…(বাইরে তাকিয়ে) কী ব্যাপার…রাজপথে নারীপুরুষের ভীড়! ছুটছে কেন সব! আরে আরে পথের আলো নিভিয়ে দেয় যে! ও কী সেনাপতি মশায়ের পিছনে সৈন্যবাহিনী ছুটছে! হ'লটা কী! (থেমে) সেনাপতি মশাই যে এদিকেই আসছেন…

[দ্রুতবেগে সেনাপতি ভদ্রশালের প্রবেশ।]

সেনাপতি। নেভাও…নেভাও…আলো নেভাও ভাঁড়ুদাস…বন্ধ করো জলসত্র। অযোধ্যার ইন্দ্রপতন ঘটেছে!

ভাঁড়ু। কী হয়েছে প্রভু?

সেনাপতি। রাজাধিরাজ মহারাজ নন্দ পরলোকগমন করেছেন।

ভাঁড়ু। অ্যাঁ, মহারাজ নেই!

সেনাপতি। হায় হায়··মাত্র একটি রাত্রি পরেই শুক্লা পঞ্চমী! পরমারাধ্য শুক্লা পঞ্চমী! হায়রে অনাথিনী অযোধ্যা! অযোধ্যার ঘরে ঘরে শোকপালন! সপ্তাহব্যাপী বন্ধ থাকবে সব! চলো চলো···

[ভাঁড়ুদাসকে টেনে নিয়ে সেনাপতি বেরিয়ে গেল। কেউ-ই ওরা খেয়াল করল না, জলসত্রের এক কোণে ঘনায়মান অন্ধকারে মদের ঘটি হাতে দুটি মানুষ ভূতের মতো বসে রইল। ক্রমে নেপথ্যের কোলাহল থেমে এল। লম্বোদর ভীষণ আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়ল।]

লম্বোদর। ওরে অভিরাম, আমাদের সর্বনাশ হয়ে গেল রে···

অভিরাম। (নেশার ঘোরে) কী হয়েছে বাপ···কাঁদছো কেন, ও বাপ···

লম্বোদর। ওরে মহারাজ চলে গেছে, আমরা কী নিয়ে দেশে ফিরব র‍্যা···

অভিরাম। আমরা সোনাদানা পাবো না?

লম্বোদর। ও মহারাজ, আমাদের ডুবিয়ে তুমি কোথায় গেলে গো···

অভিরাম। (ইনিয়ে বিনিয়ে শুরু করে) ঘর বেচে···হাপর বেচে···

লম্বোদর। শেষ কড়িটাও মদ গিলে···

অভিরাম। ফতুর হয়ে···ভিখিরি হয়ে···

লম্বোদর। আমরা যে তোমার ভিক্ষের তরে বসে আছি গো···

অভিরাম। ও বাপ, রাজা বেঁচেও মারে, মরেও মারে···রাজারে কোনো

বিশ্বাস নেইরে···। (থেমে, প্রচণ্ড রোষে) তোমার তরে আমার সব গেল! তোমার তরে!

লম্বোদর। রক্ষে করো···হে ভগবান, রক্ষে করো···

[লম্বোদর ও অভিরাম সদ্য গলাকাটা পাঁঠার মতো মাটিতে চিৎ হয়ে পড়ে ছটফট করছে। শনিঠাকুরের আবির্ভাব হ'ল।]

শনি। বল্ বল্ লম্বোদর বল্ সরাসরি—
কী বা হেতু ভূমিতলে যাস গড়াগড়ি!

[লম্বোদর ও অভিরাম বিহ্বল চোখে ধড়ফড় করে উঠে বসে।]

শনি। কী দেখিস অমন করে অবোধলোচন···
ভাবিতেছিস কেন হয় দেবদরশন!
না করিস পূজা তুই, নাই বিন্দু ভকতি
তবু কেন ভালোবাসি তোরে, দেবাঃ ন জানন্তি!
(থেমে) কী চাস!

লম্বোদর। (একটু চুপ করে থেকে) নন্দরাজার জীবন!

শনি। হবে না। আমিই তো জাল বিস্তার করে তাকে মারলুম, এখন আবার আমি তাকে বাঁচাবো। অসম্ভব!

লম্বোদর। এক বেলার জন্যে···দান ধ্যান করে মরুক।

শনি। না না, একবার জলের মাছ ডাঙায় তুলেছি, আর জলে ছাড়ি!

অভিরাম। গরিব মানুষেরে দয়া করো ভগবান!

শনি। মহা জ্বালা! নন্দ মরলে কেউ যে এমন যাঁতাকালে পড়বে, আগে অনুমান করতে পারিনি···(থেমে) তোরা খুব গরিব?

(লম্বোদর ও অভিরাম মাথা নাড়ে) আমারো অবস্থা তদ্রূপ! পিপীলিকা আক্রান্ত বাতাসা ছাড়া কিছু নেই যে তোদের দেব! আচ্ছা দাঁড়া, তোদের একজনকে রাজা করে দিচ্ছি!

অভিরাম। }
লম্বোদর। } রাজা!

শনি। রাজা! ব্যাটা নন্দের দেহটার এখনো সৎকার হয়নি! সুবিধে আছে। তোরা কেউ একজন যদি এক্ষুনি মরিস, প্রাণটা আমি ওর দেহে অনুপ্রবেশ করিয়ে দিতে পারি। নন্দকে বাঁচাতেও হ'ল না…আবার গরিব একজন রাজদেহে ঢুকে রাজাও হ'ল! সবকুল রক্ষা পেল! এক গরিব রাজা হলে, আরেক গরিবকে নিশ্চয় দেখবে! (থেমে) ভেবে ত্যাখ্ অভিরাম, ভাব লম্বোদর…কে মরিবি দু'জনার, চটপট মর্! (থেমে) চমৎকার গন্ধ! ভাব…আমি পাশের ঘরে অপেক্ষা করছি!

[ঝাড়ুদাসের অন্দরে শনির প্রস্থান।]

লম্বোদর। নে, তাহলে তৈরি হয়ে নে অভিরাম! যা করতে হবে খুব তাড়াতাড়ি! শুনলিতো, নন্দের দেহ সৎকার হয়ে গেলেই কপালে অষ্টরম্ভা! দেখি তোর গলার মাপটা দেখি…হুঁ… (গামছায় মাপ মতো ফাঁস দিয়ে) ওই আড়াটা পোক্ত আছে… যা উঠে পড়্, কলার কাঁদির মতো ঝুলে পড়্!

অভিরাম। (রুদ্ধশ্বাসে জড়িত গলায়) ঠাকুরবাবা, তুমি আমায় গলায় দড়ি দিতে বলছ!

লম্বোদর। আহা এধারে গলায় দড়ি দিবি, ওধারে রাজা নন্দ হয়ে বেঁচে উঠবি। কাল ভোরেই তোর কাছে যাচ্ছি, বেশি করে দিবি,

বুঝলি···দুটো শকট ভরতি করে দিবি ! শুধু কাল কেন, প্রত্যেক হপ্তায় আমি রাজসভায় তোর দর্শনে যাবো। তুই শুধু দিয়ে যাবি ! হ্যা হ্যা···উফ্‌, ভাবা যায়, আমার গাঁয়ের ছেলে···আমারই ধম্মোছেলে কিনা অযোধ্যার রাজা···! ওঠ্‌···উঠে পড়্‌···

অভিরাম। তুমি আমায় মরতে বলছ বাবা—

লম্বোদর। (অভিরামকে ঠেলতে ঠেলতে) ওরে বাবা মরে বাঁচাবি ! ছিলি কামার—হবি রাজা ! গিয়ে বঁটি, আসছে তলোয়ার ! উঠে যা···উঠে যা···আজ দিন ভাল। পঞ্জিকা লিখেছে, মৃত্যু অস্তি···দোষ নাস্তি !

অভিরাম। সব্বোস্বহারা করে এবার প্রাণটাও নাস্তি করে দেবে বাবা···

লম্বোদর। ওরে শোন্‌

অভিরাম। (গর্জন করে ওঠে) না ! এ দেহ ছেড়ে আমি নন্দরাজার গলাপচা দেহে বাঁচব না ! না !

[টলমল পায়ে শনির আবির্ভাব।]

শনি। কলহ না·· অভিরাম কলহ করো না ! আমি বলছি শোনো ! তোমায় চিরকাল নন্দের দেহে থাকতে হবে না ! চাইলেই নিজদেহে ফিরে আসতে পারবে।···হ্যাঁ কাল সকালেই লম্বোদরকে যথেষ্ট দানধ্যান করেই. মরে চলে এসো !

নাহি কোনো ভয়···
মোর বরে তব দেহ রহিবে অক্ষয়···
(থেমে) মর্‌···ঢুকিয়ে দিয়ে যাই···

[শনি ত্রিভঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে।]

লম্বোদর। শুনলি তো, আবার স্বস্থানে ফিরতে পারবি ! শকট

বোঝাই করে বাপবেটায় বাড়ির পথ ধরব ! (ফাঁসটা দোলাতে দোলাতে) আয়…আয়…

অভিরাম। তুমি পরো…

লম্বোদর। আয় না বাবা, গলায় পর…

অভিরাম। তুমি পরো…

লম্বোদর। কেন অমন করছিস…আয়…

অভিরাম। তুমি পরো…

[দৃশ্যের সব আলো গুটিয়ে এসে দোদুল্যমান ফাঁসটার ওপর পড়েছে। শনি সাগ্রহে ওদের লক্ষ্য করছে।]

[ধীরে ধীরে পর্দা নামে।]



রা জ দ র্শ ন

....

॥ দ্বিতীয় অঙ্ক ॥ প্রথম দৃশ্য ॥

[প্রেক্ষাগৃহের আলো নিবল। অন্ধকারে ভেসে বেড়াচ্ছে শোকবিহ্বল বাজনা। পর্দার সামনে ঘোষকের আবির্ভাব। কয়েক মুহূর্ত পরে গভীর শোকাচ্ছন্ন ঘোষক-কণ্ঠ শোনা গেল।]

ঘোষক। অযোধ্যাপতি মহারাজ নন্দের অন্তিম যাত্রা সমাসন্ন। (থেমে) এতোক্ষণ শবাধারে মাল্যদান করলেন প্রতিবেশী রাজ্যের রাজন্যবর্গ। মাল্যদান করলেন রাজ্যের অমাত্যবর্গ···সেনাধিনায়কবৃন্দ, শ্রেষ্ঠীগোষ্ঠী এবং আরো আরো গণ্যমান্য প্রতিষ্ঠান! (থেমে) সর্বাপেক্ষা বৃহৎ পুষ্পার্ঘ দিলেন রাজভ্রাতা চন্দ্রকেতু··· অযোধ্যার ভাগ্যাকাশে নবোদিত সূর্য! (থেমে) এক্ষণে আসছেন শোকসন্তপ্তা রাণীমাতাগণ! উপস্থিত সকলকে অনুরোধ, আপনারা অন্তঃপুরবাসিনীদের শেষ প্রণাম জানাতে দিন। আপনারা কক্ষত্যাগ করুন—কক্ষত্যাগ করুন—

[পর্দা সরে গেল। শূন্য কক্ষে নন্দরাজার শবধারাটি রাশি রাশি পুষ্পস্তবকে ঢাকা। মরদেহ আড়ালে পড়ে গেছে। সময় বয়ে যাচ্ছে, রাণীদের কাউকে দেখা যাচ্ছে না। অল্প পরে কুব্জা ঢুকল। বিসস্ত্র বেশ··· শোকার্ত দাসীকে উন্মাদিনীর মতো লাগছে।]

কুব্জা। আসছে না···কেউ আসছে না। রাণীরা ব্যস্ত ··তোমার রত্ন ভাণ্ডারের চাবি খুঁজছে! তোমার কেউ নেই রাজা! তুমি ভাবতে সব আছে! কিচ্ছু ছিল না! রাজ্য না···প্রজা না···রানী না··· ভাই না···ধাই···না, সেও না···সেও তোমার না···সেই তোমাকে মারল বাজা! (শবাধার জড়িয়ে হু হু করে কেঁদে ওঠে) জন্মেছিলে এই কুব্জার হাতে মধু খেয়ে, মরলে কুব্জারই হাতে বিষ খেয়ে! (থেমে) আমি না মারলেও তোমাকে মারার লোকের অভাব ছিল না।···নিজের কর্মে নিজে মরেছ···তবু আমি তোমাকে মারতে চাই নি বাবা···চাইনি···চাইনি! (থেমে) চন্দ্রকেতু যে আমার পেটের সন্তানদের মারবে বলে ভয় দেখাল! (থেমে) লোকে বলে রাজবাড়িতে আমার মতো কুচ্ছিত কুঁজি দাসীদের রাখা হয় রাজ-বাড়ির জঞ্জাল ঘাঁটার জন্যে···! আমরা কুঁজি···আমরা কুচ্ছিত ···আমরা ডাইনি···রাজবাড়ির পোষা ডাইনি···পোষা ডাইনি···

[কুব্জা শবাধারে মাথা কুটছে। এই সময় দেখা যায় শবাধারের ওপর থেকে ফুলের তোড়াগুলো খসে খসে পড়ছে। মৃত নন্দরাজা দু'হাতে ফুলের বোঝা ঠেলে ঠেলে সটান উঠে বসল। বিমূঢ় কুব্জা শোক-টোক ভুলে গিয়ে তারস্বরে চীৎকার করে উঠল।]

কুব্জা। ম-ম-ড়া…ম-ম-ড়া! ও বাবাগো, কে কোথায় আছো গা… মড়া হাসছে গা…

[কুব্জা তীরবেগে ছুটে বেরিয়ে যায়। নেপথ্যে তার ভয়ার্ত চীৎকার শোনা যাচ্ছে—]

কুব্জা। (নেপথ্যে) ম-ড়া! ম-ড়া!

[নন্দরাজা সদ্যোজাত গোবৎসের মতো ফ্যালফ্যাল চোখে তাকাচ্ছে। চন্দ্রকেতু ছুটে এল।]

চন্দ্রকেতু। (চীৎকার করে) ভূত! ভূত! (তরবারি তুলে) শো …শুয়ে পড়্…ভয় দেখাস না বলছি…গলা কেটে ফেলব…দেখবি তুই…

[নন্দরাজা বোকা-বোকা মুখ করে চোখ পিটপিট করছে। নেপথ্যে কোলাহল বাড়ছে। বৃদ্ধ মহামাত্য শাকতাল, সেনাপতি ভদ্রশাল, দুই দেহরক্ষী ব্যাঘ্রমল্ল ও ভীমভল্ল ছুটে এসে হতভম্ব হয়ে দাঁড়ায়।]

চন্দ্রকেতু। (উন্মাদের মতো) তুমি মরে গেছ, তুমি মরে গেছ… এই ত্থাখো, মরে যাবার সময় সব আমায় লিখে দিয়ে গেছ… (মহামাত্যকে) এই দেখুন, দেখুন আপনারা…(নন্দকে) যাও, চিতায় গিয়ে উঠে বসো…

[বারকয় ফিঁৎফিঁৎ করে নাক ঝাড়ে মহামাত্য। সব কথাতেই তার সামান্য নাকী সুর থাকে।]

মহামাত্য। রাজন, আপনি জীবিত না মৃত?

চন্দ্রকেতু। ও কি বলবে, আমি বলছি, মরে কাঠ! হাঁ করে কি দেখছেন সব, যান, পুড়িয়ে ফেলুন…

[মহামাত্য ইতিমধ্যে গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে গিয়ে খপ করে নন্দরাজার নাড়ি টিপে ধরেছে।]

সেনাপতি। কী…কী দেখছেন মহামাত্য!

মহামাত্য। মন্দং মন্দং বহতি বহতি…ব্যাকুলং ব্যাকুলং বা·· (থেমে) পূর্ণ মাত্রায় জীবিত!

চন্দ্রকেতু। অসম্ভব!…বললেই হবে…ওকে যা খাওয়ানো হয়েছে… তাতে কেউ বাঁচে না…বাঁচতে পারে না!…কুঁজি! কুঁজিটা কোথায়. কুঁজি…

[চন্দ্রকেতু ছুটে বেরিয়ে যায়।]

সকলে। জয়…মহারাজের জয়…

মহামাত্য। কী সৌভাগ্য! কী আনন্দ! (শবাধার থেকে একটি পুষ্প-স্তবক তুলে নিয়ে. শবাধারেই উপবিষ্ট নন্দের হাতে দিয়ে) রাজন. আপনার নবজীবন লাভে মহামাত্য শাকতালের অভিনন্দন!

[দেখাদেখি সেনাপতিও একটি স্তবক তুলে মহারাজের হাতে দিল।]

সেনাপতি। সেনাপতি ভদ্রশালের শ্রদ্ধা ভক্তি আনুগত্য…

[উপস্থিত সকলেই শবাধারের ফুল তুলে মহারাজের হাতে দিতে লাগল। নেপথ্যে শোক-বাজনা বন্ধ হয়ে আগমনী বাজছে। নন্দরাজা আর সামলাতে পারল না! ভ্যাক্ করে কেঁদে উঠল।]

নন্দরাজা। এ কোথায় এলুম র‍্যা…এ আমায় কোথায় পাঠালি র‍্যা …অভিরাম…

সকলে। মহারাজ ··মহারাজ…

নন্দরাজা। ওরে অভিরাম র‍্যা···

সকলে। অভিরাম! অভিরাম কে?

নন্দরাজা। কামার···অভিরাম কামার! আমার ধম্মোপুত্তুর···

মহামাত্য। আজ্ঞে?

নন্দরাজা। ও কামার···বাপ আমার···শিগগিরি আমায় নিয়ে যা র‍্যা ···এরা আমায় তলোয়ার দিয়ে কাটবে বলছে র‍্যা···

সেনাপতি। কেউ কাটতে পারবে না···সেনাপতি ভদ্রশাল যতোক্ষণ জীবিত···[সেনাপতি তরবারি কোষমুক্ত করে।]

নন্দরাজা। (সভয়ে) ওরে বাবারে, কথায় কথায় এরা তরবারি নাচায় র‍্যা···(থেমে) আমি বাড়ি যাবো···

মহামাত্য। (নাকী সুরে) রাজন, একী বিচিত্র আচরণ!

নন্দরাজা। (হাত জোড় করে) ছেড়ে দাও বাবারা, আমার ভুল হয়ে গেছে···এই কান মুলছি! এই চলে যাচ্ছি···

[নন্দরাজা দরজার দিকে ছোটে। সঙ্গে সঙ্গে সবাই মিলে তাকে ঘিরে ধরে।]

সকলে। মহারাজ···মহারাজ···

নন্দরাজা। ওরে আমায় বন্দী করেছে র‍্যা···(ভারস্বরে) ওরে কামার র‍্যা···

[সবাই মিলে পাঁজাকোলা করে নন্দরাজাকে শয্যাধারেই শুইয়ে দিয়ে চেপে ধরে রাখে। ফুলের বোঝার মধ্যে নন্দরাজার দেহ ডুবে যায়। শুধু দামাল শিশুর মতো তার হাত আর পা শূন্যে দাপাদাপি করছে।]

নন্দরাজা। ও কামার···আঁটকুড়োর ব্যাটা ··শিগগির আয়···আয়···

[আলো নেভে।]



রাজদর্শন

....

দ্বিতীয় অঙ্ক ॥ দ্বিতীয় দৃশ্য

[মধ্যরাত্রি। রাজবাড়ির ঘণ্টায় প্রহর ধ্বনিত হচ্ছে। নন্দরাজা ঘুমুচ্ছে। দুই দেহরক্ষী ব্যাঘ্রমল্ল ও ভীমভল্ল দুটো মস্তবড় পাখা দুলিয়ে বাতাস করে চলেছে। একজন নন্দের মাথায়, একজন পায়ে।]

ব্যাঘ্রমল্ল। (চাপা গলায়) ভাই ভীমভল্ল···

ভীমভল্ল। বলো ভাই ব্যাঘ্রমল্ল ··

ব্যাঘ্রমল্ল। তোমায় একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি ভাই, কানে কানে ?

ভীমভল্ল। এর জন্যে আবার অনুমতি লাগবে ? (ঘাড়টা বাঁকিয়ে কানটা বাড়িয়ে) এ কান তো তোমারই কান ভাই ব্যাঘ্রমল্ল···

[ব্যাঘ্রমল্ল পাখা বন্ধ করে পা টিপে টিপে ভীমভল্লের দিকে অগ্রসর হয়। নন্দরাজার পা দুটি নড়ে ওঠে।]

ব্যাঘ্রমল্ল। হবে না! হাওয়া বন্ধ করলেই পায়ের দিকটা জেগে যাচ্ছে। শুনে যাও···

[ব্যাঘ্রমল্ল বাতাস শুরু করে। ভীমভল্ল পাখা বন্ধ করে ব্যাঘ্রমল্লের দিকে এগুতে নন্দরাজার মাথাটি নড়ে ওঠে।]

ভীমভল্ল। নাঃ, মাথার দিকটাও জেগে যাচ্ছে!

[ভীমভল্ল ও ব্যাঘ্রমল্ল পুরোদমে বাতাস করে চলেছে।]

ব্যাঘ্রমল্ল। আগে কিন্তু এ রকম হতো না ···পা মাথা এ রকম পৃথক পৃথক জাগত না···

ভীমভল্ল। অভ্যোসটব্যোস কি রকম পাল্টে গেছে, না?

ব্যাঘ্রমল্ল। খাওয়া কি রকম বেড়ে গেছে দেখেছ! সকালে মালপো খেলেন পুরো তিন গামলা—দুপুরে প্যাঁড়াই উড়িয়ে দিলেন ঝাড়া তিন কড়াই! আর ভাত! থালার ওপর বাড়া এই খাড়া শিবলিঙ্গ···

ভীমভল্ল। আয়ুর্বেদাচার্য মশাই সন্দ করছেন, মস্তিষ্ক বিকৃতি!

ব্যাঘ্রমল্ল। সেটা কি পেটের রোগ?

ভীমভল্ল। অ্যাঁ! হ্যা হ্যা হ্যা···

ব্যাঘ্রমল্ল। তা কেন নয় বলো ভাই! আজ পাঁচদিন ধরে খালি খাচ্ছে আর খাচ্ছে! (থেমে) আর এমন করে খাচ্ছে, যেন কেউ ভাত কেড়ে নেবে! কেন বলোতো ভাই ভীমভল্ল, দেশের সব ভাতই তো রাজার ভাত···তাহলে এতো হাঁকপাঁক করে খাওয়া কেন?

ভীমভল্ল। (একটু পরে) থাক্। কদ্দিনই বা খাবে! শিগগিরই তো মরবে!

ব্যাঘ্রমল্ল। সে কি ভাই ভীমভল্ল···আবার মরবে কি···এই তো কেবল মরে বেঁচে উঠল···

ভীমভল্ল। ন্যাকা সাজো কেন ভাই ব্যাঘ্রমল্ল? ভেবেছ কি চন্দ্রকেতু এতো সহজে হাত গুটিয়ে নেবে! একবার বিষ খাওয়াতে গিয়ে পারেনি···

ব্যাঘ্রমল্ল। কথাটা তবে সত্যি!

ভীমভল্ল। সত্যি না হলে ঘ্যাঁচ ঘ্যাঁচ করে হতভাগী কুজার ছেলে-পুলেদের মুণ্ড ওড়ায় চন্দ্রকেতু!

ব্যাঘ্রমল্ল। নাকি? চন্দ্রকেতু কুজার মেয়েদের মেরেছে? কেন?

ভীমভল্ল। তার ধারণা, কুঁজিটা ইচ্ছে করে বিষে জল মিশিয়েছিল। ···ছাড়বে না! কুঁজিকে ছাড়েনি, রাজাকেও ছাড়বে না! (নন্দকে দেখিয়ে) সুযোগ পেলেই ঘ্যাঁচ্···

ব্যাঘ্রমল্ল। (থেমে) তা বলে দু-দুবার মারবে! দেহরক্ষী হিসেবে আমাদের তবে কী রইল ভাই ভীমভল্ল! কী করতে আমরা এখানে বর্তমান রয়েছি।

[নন্দরাজা উঠে বসে।]

নন্দরাজা। আছে?

ভীমভল্ল। }
ব্যাঘ্রমল্ল। } আজ্ঞে কী আছে?

নন্দরাজা। কলা—

ব্যাঘ্রমল্ল ও ভীমভল্ল। কলা!

নন্দরাজা। এই যে বললি, মর্ত্তোমান রয়েছে···

ব্যাঘ্রমল্ল। আজ্ঞে মর্তমান নেই প্রভু, আমরা দু'জনে বর্তমান রয়েছি

[ভীমভল্ল ও ব্যাঘ্রমল্ল হাওয়া করছে।]

নন্দরাজা। (একটু পরে) রাত কতো হলো র‍্যা…

ভীমভল্ল। চৌর্য-যাম প্রভু।

নন্দরাজা। কী যাম ··

ব্যাঘ্রমল্ল। চৌর্য! এই প্রহরে চৌর্যকর্ম করলে সাফল্য অনিবার্য!

নন্দরাজা। (ত্রস্ত চোখে চার দিকে তাকিয়ে) যদি না পড়ে ধরা! …একটা কাজ করতে পারবি?

ব্যাঘ্রমল্ল। প্রাণ দেব প্রভু…

নন্দরাজা। না না প্রাণ দিস না। প্রাণ দিলে কাজটা করবি কি করে? সিঁদ কাটতে পারবি?

ভীমভল্ল। আজ্ঞে?

নন্দরাজা। সিঁদ! সিঁদ! ওই যে, চোরে যা কাটে…

ব্যাঘ্রমল্ল। ও সিঁদ! মোটামুটি পারি!

নন্দরাজা। যা, ধনাগারে চলে যা! সিঁদ কেটে ঢুকে পড়গে! ধনরত্ন যতটা পারিস, এই চাদরে বেঁধে নিয়ে আসবি, বুঝলি··

ব্যাঘ্রমল্ল। আপনারই ধনরত্ন…আপনিই চুরি করবেন! প্রভু, সবই তো আপনার…

নন্দরাজা। তুমি ভাবছ সব আমার…আমি ভাবছি আজ আছি, কাল নাই…যতোটা পারি গুছিয়ে নিয়ে যাই! (থেমে) তবে কার জন্যেই বা গোছাচ্ছি…পাঁচদিন হয়ে গেল…সে আঁটকুড়োর ব্যাটার টিকি দেখা গেল না! ব্যাটার কথায় ম'রে…এখন রাম ঝোলা ঝুলে আছি র‍্যা…

[ভীমভল্লদের দিকে চোখ পড়তে সামলে নেয়।]

নন্দরাজা। অ্যাই···তোদের যে ভাঁড়ুদাসের জলসত্রে কামারের খোঁজ নিতে বলেছিলুম···

ভীমভল্ল। কামার সেখানে নেই প্রভু। ভাঁড়ুদাস তাকে ভাগিয়ে দিয়েছে···

নন্দরাজা। অ্যাঁ!

ভীমভল্ল। হ্যাঁ প্রভু, একটা ব্রাহ্মণের গলায় ফাঁস লাগিয়ে আড়ায় লটকে দিয়ে সটকে পড়ার তাল করছিল, তাই ভাঁড়ুদাস ওর কাঁধে মড়াটাকে চাপিয়ে পশ্চাতে পদাঘাত করে দূর করে দিয়েছে!

নন্দরাজা। কোথায়?

ভীমভল্ল। বলতে পারব না প্রভু, আমরা অনেক খুঁজেছি···বোধ হয় মনের দুঃখে বনে চলে গেছে···

নন্দরাজা। (ডুকরে ওঠে) অ্যাই কন্না হেয়েছে র‍্যা···আমার মড়াটার কী দশা হ'ল র‍্যা···

ভীমভল্ল। আজ্ঞে!

নন্দরাজা। (কাঁদতে কাঁদতে) এই বিদেশে কাঁধে মড়া দেখলেই, লোকে ধরে ঠ্যাঙাবে! ঠ্যাঙানি খেলে অভিরাম মরে যাবে··· আমার মড়াটাকে তখন শেয়ালে কুকুরে ছিঁড়ে খাবে র‍্যা···তখন আমার কী হবে র‍্যা···

ভীমভল্ল। (ব্যাঘ্রমল্লকে ইংগিত করে) মস্তিষ্ক বিকৃতি!

[ব্যাঘ্রমল্ল ও ভীমভল্ল সভয়ে চুপিসাড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে।]

নন্দরাজা। অ্যাই আঁটকুড়োর ব্যাটারা, সত্যি খুঁজেছিলি, না জলসত্রে বসে মাল টানছিলি···

ব্যাঘ্রমল্ল। আমরা মাল খাইনা প্রভু!

নন্দরাজা। না, বিনামূল্যে সরযূবারি খাও!

ভীমভল্ল। আমরা মাল খাইনা প্রভু···

নন্দরাজা। (পাখা কেড়ে নিয়ে, সেটাই উঁচিয়ে) মারব ছাতার বাড়ি! মাল টেনে ব্রাহ্মণের কাছ থেকে অর্ধেক দান দাবী করছিল কে র‍্যা! ছাতার তাড়া খেয়েছিল কারা?

ব্যাঘ্রমল্ল। (প্রতিরোধ ভেঙে যায়) প্রভু, আপনি কি করে জানলেন?

নন্দরাজা। (কাঁদতে কাঁদতে) আমিই সেই ব্রাহ্মণ! (ভীমভল্ল ও ব্যাঘ্রমল্ল হতচকিত) হ্যাঁরে, আমি মরে গিয়ে তোদের রাজার মধ্যে ঢুকেছি। সোনাদানা নিয়ে যাব বলে! (অসহায় ভাবে) বাবারা তোদের কাছে বললুম, তোরা ছাড়া আমার কেউ নেই। অভিরাম আর মড়াটা উদ্ধার করে দে বাবারা, আমি আমার মড়ার মধ্যে ঢুকে যাই···

ভীমভল্ল। আপনি সেই ছাতা-বামুন!

ব্যাঘ্রমল্ল। (রাজার পাগড়ি এনে) পাগড়িটা ধারণ করুন তো!

নন্দরাজা। পাগড়ি রাখতে পারি না র‍্যা—

ব্যাঘ্রমল্ল। (পাগড়ি পরিয়ে) ভীমভল্ল! ঢকঢক করছে!

ভীমভল্ল। সেকি! মহারাজের মাথায় পাগড়ি এঁটে বসার কথা!

ব্যাঘ্রমল্ল। গোঁপে বেড়াল, পাগড়িতে রাজা। ইনি মহারাজা নন! কিন্তু একথা ছড়িয়ে পড়লে অযোধ্যাবাসীরা যে এঁকে চাঁদা তুলে ছাতু বানাবে ভাই ভীমভল্ল!

ভীমভল্ল। ছড়িয়ে ঠিকই পড়বে, কদ্দিন আর লুকিয়ে কাটাবেন! লোকজন এমনিতেই নানা সন্দ করছে!

ব্যাঘ্রমল্ল। আর চন্দ্রকেতু যদি জানতে পারেন!

নন্দরাজা। রক্ষে কর্ বাবারা, কামার আশা পর্যন্ত ঠেকা! কথা দিচ্ছি, সোনাদানা যা নিয়ে যাবো, অর্ধেক তোদের দেব।

ভীমভল্ল। তবে লাগা যাক্ ভাই ব্যাঘ্রমল্ল!

ব্যাঘ্রমল্ল। লাগো ভাই ভীমভল্ল···

ভীমভল্ল। (পণ্ডিতি চালে) রাজকার্য তো কিছুই আসে না···

নন্দরাজা। (কাঁচুমাঁচু মুখে) না র‍্যা···

ভীমভল্ল। শিখিয়ে দিচ্ছি! ক'দিনের কাজ চালাবার মতো বুঝিয়ে পড়িয়ে দিচ্ছি···

ব্যাঘ্রমল্ল। প্রথমে পাগড়িটা ধারণ করুন। (মাথায় পরিয়ে) নিন মাথা ঘোরান···জোরে ঝাঁকান···এপাশে ওপাশে···হাঁটুন···জোরে হাঁটুন···না পাগড়ি নড়বে না···ঘাড় ঘোরান···

নন্দরাজা। পাগড়ি সুড়সুড়ি দিচ্ছে র‍্যা···

ভীমভল্ল। র‍্যা বলবেন না, রে বলুন···

নন্দরাজা। রে আসে না র‍্যা···

ভীমভল্ল। আসাতে হবে। রাজা আর ডাকাত অবিরাম হাঁক পাড়ে হা রে রে রে···! হাঁকুন, হা রে রে রে···

নন্দরাজা। (সর্বশক্তি দিয়ে) হা রে রে রে···

ভীমভল্ল। পাগড়ি কাঁপবে না।

নন্দরাজা। (এক হাতে পাগড়ি চেপে, আর এক হাতে গুলি ফুলিয়ে) হা রে রে রে···হা রে রে রে···

[দ্রুতবেগে সেনাপতি ঢুকল।]

সেনাপতি। মহারাজ, মহা দুঃসংবাদ!

নন্দরাজা। (সেনাপতির নাকের ডগায়) হা রে রে রে রে!

সেনাপতি। (পিছিয়ে) মহারাজ, গোদাবরী ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। (নন্দরাজার পা কেঁপে উঠল) তীব্রবেগে রাজধানীর দিকে ধেয়ে আসছে!

নন্দরাজা। হা রে রে রে···গোদাবরীর শিরচ্ছেদ করো···

সেনাপতি। আজ্ঞে শিরচ্ছেদ কী করে সম্ভব···মহারাজ, গোদাবরী!

নন্দরাজা। যে বরীই হোক্, নন্দরাজার কাছে বৈরিতার ক্ষমা নাই···

[ভীমভল্ল ও ব্যাঘ্রমল্লের দিকে তাকায় নন্দরাজা। তারা চোখের ইশারায় চালিয়ে যেতে বলে।]

সেনাপতি। ও মহারাজ, বন্যা আসছে···

নন্দরাজা। বন্যা!···ও নদী গোদাবরী! চিন্তার কথা!

ব্যাঘ্রমল্ল। (চাপা গলায়) পাগড়ি!

নন্দরাজা। (তাড়াতাড়ি পাগড়ি সামলে) নানা দিকেই শিরঃপীড়া···

সেনাপতি। শান্ত গোদাবরী আজ ভয়ঙ্করী! ঘরবাড়ি ভেঙে পড়ছে ···শস্যক্ষেত্র ভেসে যাচ্ছে···প্রজাদের দুর্দশার অন্ত নাই···এখনি সেনাবাহিনী নিয়ে উদ্ধারকার্যে নামতে হবে। শীঘ্র রাজকোষ থেকে অর্থ মঞ্জুর করুন মহারাজ···

নন্দরাজা। (বিরস মুখে) কী দরকার!

সেনাপতি। সে কি মহারাজ···এতোবড় উদ্ধারকার্য বিপুল ব্যয়বহুল···

নন্দরাজা। আমি ব্যয়ের মধ্যে যাবো না!

[ভীমভল্ল ও ব্যাঘ্রমল্ল খুশি হয়ে সম্মতি জানায়, সেনাপতির দৃষ্টির আড়ালে।]

সেনাপতি। মহারাজ…

নন্দরাজা। দুদিনের জন্য এসেছি…কবে আছি কবে নাই…আমি কেন ব্যয়ের পথে যাই ?

সেনাপতি। দেশের রক্ষাকর্তার মুখে একী কথা শুনি ?

নন্দরাজা। (সেনাপতির গলার ওপর গলা তুলে) এখন থেকে এই শুনবে ! প্রজাদের উদ্ধার করব, এমন কোনো কথা দিয়েছি ! যাও প্রচার করে দাও আমার অযোধ্যারাজ্যে…নন্দরাজার নীতি একটাই…যা পারি গুছিয়ে যাই !

সেনাপতি। কী আশ্চর্য ! মহারাজ প্লাবিত গোদাবরী··

নন্দরাজা। ধুত্তোরি গোদাবরী ! যে সব রাজার অন্তরে ভয় থাকে, সিংহাসন যখন তখন ওল্টাতে পারে, তারা শুধু গোছানোর পথ ধরে, বুঝেছ…। আজও ধরে…হাজার হাজার বছর পরেও ধরবে !

ভীমভল্ল। পা-গড়ি !

নন্দরাজা। (পাগড়ি সামলে) এতো সব প্রতিবেশী দেশ রয়েছে, একটায় ঢুকে পড়ে কিছু মালকড়ি গুছিয়ে আনতে পারো না ? ভালো মণিমুক্তা কোন্ দেশে মেলে র‍্যা…রে ?

ভীমভল্ল। দাক্ষিণাত্যে…

ব্যাঘ্রমল্ল। মন্দিরগাত্রে বড় বড় রত্ন খচিত !

নন্দরাজা। খচিত ? তবে তো আক্রমণ করা উচিত। সেনাপতি ভদ্রশাল, অবিলম্বে দাক্ষিণাত্য বিজয়ে যাও…

সেনাপতি। ও মহারাজ, দাক্ষিণাত্যের রাজা আপনার বেয়াই…

নন্দরাজা। রাজনীতিতে জামাই বেয়াই…নেই কোন রেহাই… তিন

দিনের মধ্যে খচিত রত্ন উন্মোচিত করে আনা চাই-ই চাই।
(থেমে) আমার বেশি সময় নাই…

সেনাপতি। মহারাজ, আপনি তো মৃত্যুর আগে এমন ছিলেন না।

[নন্দরাজার পা পিছলে গেল, পাগড়ি হেলে গেল। কোনরকম সামলে—]

নন্দরাজা। চারিত্রিক অসংগতি লাগছে, তাই না?

[সেনাপতি ঘাড় নাড়ে।]

শূল চেনো…ওই যে এদিকে চালিয়ে, ওদিক দিয়ে বার করে দেয়। তোমার পশ্চাতেও তাই যাবে। আঁটকুড়োর ব্যাটা, একই ফুল দিয়ে মড়ার খাট সাজাও…স্বাগতমও জানাও…নন্দরাজার ধনরাশি বাড়াতে পারো না? যাও। হা রে রে রে…

[সেনাপতি সভয়ে ছুটে বেরিয়ে যায়। নন্দরাজা বুক চেপে চোখ উল্টে বসে পড়ে।]

বাবারে…বুক টিপটিপ করছে রে…সেনাপতিটা কী রকম কটমট চোখে তাকাচ্ছিল…প্রাণের ভয়ে খালি তড়পে গেলুম…ওকি আমায় ধরে ফেলল র‍্যা…রে…

ব্যাঘ্রমল্ল। না না পারেনি…মোটামুটি ভালোই চালিয়ে গেছেন…কী ভাই ভীমভল্ল?

ভীমভল্ল। কিন্তু দাক্ষিণাত্যের রত্নের ভাগটা কী হিসাবে হবে ভাই ব্যাঘ্রমল্ল…

ব্যাঘ্রমল্ল। (নন্দরাজাকে) বারো আনা আমাদের…চার আনা আপনার…

নন্দরাজা। কেন?

ব্যাঘ্রমল্ল। আচ্ছা দশ আনা, ছ আনা!

নন্দরাজা। কেন?

ভীমভল্ল। কেন কেন করছে কেন ভাই ব্যাঘ্রমল্ল?

ব্যাঘ্রমল্ল। যা দেব, তাই নিতে হবে!

নন্দরাজা। (চীৎকার করে) কেন? দেহরক্ষী দশ আনা···রাজা ছ-আনা! কেন? চিংড়িমাছের দরাদরি হচ্ছে! রাজার পদমর্যাদা নেই?

ভীমভল্ল। পাগড়ি হড়হড় করছে, পদমর্যাদা! আগে মস্তকের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হোক্···

নন্দরাজা। আমি দাক্ষিণাত্য অভিযান স্থগিত রাখব!

ব্যাঘ্রমল্ল। অ্যাই মশাই, বেশি হেরিতেরি করলে···

নন্দরাজা। কী করবি! মারবি? মার্! কী ভয় দেখাচ্ছিসরে! কাঁচকলা! মরে ফের ঢুকে যাবো আমার জায়গায়! এধারে মরব···ওধারে বাঁচব! হ্যা হ্যা হ্যা···চাপের কাছে নতি স্বীকার করব না!···আমি মরে গেলে এক আনাও পাবি না। কই মার্···

ব্যাঘ্রমল্ল। আগে বামুনের মড়াটাকে পুড়িয়ে তারপর তোমায় মারব···

ভীমভল্ল। তখন আর এধার ওধার করতে হবে না! হ্যা হ্যা হ্যা··· চলোতো ভাই ব্যাঘ্রমল্ল, মড়াটাকে খুঁজি···

নন্দরাজা। (পাংশুমুখে) আমার ঘাট হয়েছে! তোরা যা দিবি, তাই নেব। না দিলেও কিছু বলব না।

ব্যাঘ্রমল্ল। পথে এসো চাঁদ! আমাদের সঙ্গে চালাকি করে পার পাবে না! তুমি তো আজ রাজা হয়েছো···আমরা কতো রাজা নিয়ে ঘর করলুম!

ভীমভল্ল। আমাদের কি বুদ্ধি ভাই ব্যাঘ্রমল্ল!

ব্যাঘ্রমল্ল। চলো, বুদ্ধির গোড়ায় একটু লালজল ঢেলে আসি! (নন্দরাজার হাতে পাখা ধরিয়ে) বাকি রাতটা নিজের বাতাস নিজে খাও!

ভীমভল্ল। (নিজের পাখাটাও ধরিয়ে) একটায় মাথায়···একটায় পায়ে···হ্যা হ্যা হ্যা···

[ভীমভল্ল ব্যাঘ্রমল্ল কোমর জড়াজড়ি করে হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেল।]

নন্দরাজা। (অনেকক্ষণ গুম হয়ে থেকে) একজোড়া চামচিকে কিনা ভয় দেখাচ্ছে! ঘেন্না ধরে গেল এ রাজত্বে···

[নেপথ্যে ঢং ঢং করে একটানা ঘণ্টা বেজে ওঠে। বিপদের সঙ্কেত। লোকজনের কোলাহল। মহামাত্য ঢোকে।]

মহামাত্য। রাজন, তস্কর ধরা পড়েছে!

নন্দরাজা। তা আমি কি করব!

মহামাত্য। দুর্বৃত্তের শাস্তিবিধান করুন রাজন!

নন্দরাজা। আমি কিছুই করতে পারব না। যাও। ঘুমুবো!

মহামাত্য। তবে কি জানব রাজন, অযোধ্যা থেকে দস্যুতস্করের দণ্ডদান উঠে গেল!

নন্দরাজা। গেল। দুদিনের জন্যে আছি, আমি কেন দণ্ড দিয়ে বদনাম কুড়োতে যাই? জনপ্রিয়তা নিয়ে চলে যেতে চাই···

মহামাত্য। রাজন, তস্কর আপনার ধনাগারের চার পাশে ঘুরঘুর করছিল।

নন্দরাজা। ধনাগার!

মহামাত্য। অভিপ্রায় লুণ্ঠন!

নন্দরাজা। লুণ্ঠন! আমার ধনাগার লুণ্ঠন! কোথায় তস্কর!

[মহামাত্য সজোরে হাততালি দিল। এক ভীষণ-দর্শন প্রহরী হাত-পা মুখ বাঁধা অভিরামকে কুমড়োর মতো নন্দরাজার সামনে গড়িয়ে দেয়।]

নন্দরাজা। আর জায়গা পাসনি···হা রে রে রে তস্কর···যে ধনাগারে এখনো পড়েনি মোর পায়ের চিহ্ন, সেখানে গেলি তুইরে বাটপাড়!

[অভিরাম মুখ গুঁজে গোঙাচ্ছে। নন্দরাজা লাফাচ্ছে।]

শূল! শূলদণ্ড দেব তোরে···

মহামাত্য। ধরা পড়ার পর থেকেই শুধু ঠাকুরবাবা ঠাকুরবাবা করছে রাজন···

নন্দরাজা। কোনো বাবাই আর তোকে বাঁচাতে···(চমকে) কী বাবা···?

মহামাত্য। ঠাকুরবাবা রাজন! তস্কর বড়ই পিতৃভক্ত—

[নন্দরাজা ঝপ করে অভিরামের সামনে উবু হয়ে বসে, মুখের বাঁধন খুলে দেয়। চিবুকখানি উঁচুতে তুলে ধরে, অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে থাকে নির্নিমেষ। অভিরামের সারা মুখে প্রহারের চিহ্ন। চোখ মেলে তাকাতে পারছে না।]

অভিরাম। (মুদ্রিত চোখে, অস্ফুট স্বরে) ঠাকুরবাবা·· ঠাকুরবাবা···

মহামাত্য শূল কি প্রস্তুত করাব রাজন? (নন্দরাজা নিরুত্তর)···অমন

করে কী দেখছেন রাজন? (নন্দরাজা নিরুত্তর)…আমি কি নিদ্রায় যেতে পারি রাজন? (নন্দরাজা নিরুত্তর)…শুভরাত্রি রাজন…

[মহামাত্য ও প্রহরী চলে গেল।]

নন্দরাজা। (অদ্ভুত চাপা স্বরে) অভিরাম…

অভিরাম। ঠাকুরবাবা! (চোখ মেলে) আমার ঠাকুরবাবা কোথায়…

নন্দরাজা। চিনতে পারছিস না! ওরে তোর ঠাকুরবাবার চেহারা পাল্‌টে গেছে…। অ্যাই আঁটকুড়োর ব্যাটা…

অভিরাম। তুমি! তুমি ঠাকুরবাবা…

[অভিরাম কেঁদে ওঠে]

নন্দরাজা। অভিরাম…

[নন্দরাজার বুকে মাথা রেখে ফোঁপায় অভিরাম।]

নন্দরাজা। এতো দেরি করলি কেন?

অভিরাম। কেউ যে আমারে তোমার দর্শনে ঢুকতে দেয় না গো… আমি যে গরিব মানুষ!…প্রাসাদের চারধারে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম… প্রহরীরা আমায় ধরে কী মার মারল গো—

নন্দরাজা। আমার দেহটা কোথায় রে?

অভিরাম। জঙ্গলে…গাছের মাথায়…

নন্দরাজা। কেমন আছে, আমার দেহ?

অভিরাম। (চোখের জল মুছতে মুছতে) ভালো আছে বাবা…

নন্দরাজা। গাছে তুললি! আমি পড়ে যাবো না তো রে!

অভিরাম। বেঁধে রেখেছি, মোটা দড়ি দিয়ে…

নন্দরাজা। ইস্! কতো ব্যথা লাগছে আমার! হ্যাঁরে আমার বগলের ফোঁড়াটা ফেটে গেছে?

অভিরাম। জীবন না থাকলে ফোঁড়া তো ফাটবে না বাবা···

নন্দরাজা। হুঁ! আচ্ছা আমার চোখ দুটো কেমন আছে রে···গলে যায়নি তো?

অভিরাম। তুলসী পাতা দিয়ে ঢেকে রেখেছি। শুধু নাকের আগাটা একটু বসে গেছে···

নন্দরাজা। আহা! আমার মরা-মুখখানা এতো দেখতে ইচ্ছে করছে আমার! (থেমে, হঠাৎ) আমার ছাতা কেমন আছে রে···আমার ছাতা···

অভিরাম। সব আছে। শুধু তুমি সেখানে নেই···

নন্দরাজা। আমি এখানে আছি! আমার রাজবাড়ি আছে··· প্রমোদকানন আছে···রন্ধনশালা আছে···অশ্বশালা আছে···সত্যি আমার কী যে আছে, আর কী যে নেই···তার কোনো হিসেব নেই···হাঃ হাঃ হাঃ (থেমে) ঐ ঐ শোন্ ঘোড়া ডাকছে···রাজার ঘোড়া···ও রাজাকে ছাড়া আর কাউকে পিঠে ধরে রাখে না! ঝাড়া মেরে ফেলে দেয়! শুনবি কী নাম ওর···ধূম্রকেশর··· ধূম্রকেশর! বাবা আমি কোনদিন চড়ব না···

অভিরাম। কদিনে কতো জেনে গেছ বাবা···

নন্দরাজা। মটকা মেরে পড়ে থাকি, এরা যা-যা বলে সব শুনি! জানিস রাজকার্যও শুরু করেছি!

অভিরাম। তুমি রাজকার্য করছ!

নন্দরাজা। তবে? অমনি-অমনি? ঐ নন্দটা যতো কেলোর কীর্তি করে রেখে গেছে, সব সামাল দিতে হচ্ছে!

অভিরাম। আর সামলাতে হবে না, চলো ফিরে চলো···

নন্দরাজা। এখন?

অভিরাম। সেই রকমই তো কথা। ঝুলে পড়ো…তার আগে যা দেবার দাও…! পুঁটলি কই?

নন্দরাজা। মরেছে! এখনো তো কিছু বাঁধাছাদা করতে পারিনি!

অভিরাম। এখনো করোনি!

নন্দরাজা। বেপোট জায়গা, হুট বলতে ফুট পারা যায়?

অভিরাম। (কেঁদে ফেলে) একেবারে ডোবালে! কদ্দিন মড়ি চৌকি দেব? কবে দেশে ফিরব! সেদিকে যে সব গেল…

নন্দরাজা। অস্থির হোস নে বাপ…সব হয়ে যাবে। ক-টা দিন ধৈর্যি ধর্। মোটা পুঁটলি বেঁধে ফেলব! দেহরক্ষী দু:টোর সঙ্গে বোঝাপড়া হয়ে গেছে। সর্বতোভাবে সাহায্য করবে!…যাবার আগে ব্যাটাদের কর্মচ্যুত করে যাব।

অভিরাম। ঢের হয়েছে! সেই থেকে পেটে এক কণা দানা পড়েনি! ছেড়ে দাও সোনাদানা। চলো, বাড়ি চলো…

নন্দরাজা। খালি হাতে! তবে এতো কাণ্ড করলুম কেন র‍্যা! দিন চারেক চেপে-চুপে থাক্ না বাবা।

অভিরাম। চারদিনের মধ্যে হবে তো!

নন্দরাজা। বড়োজোর পাঁচদিন! আরে বাবা, শাস্ত্রে বলেছে বিনা কষ্টং না মেলে কেষ্টং…! কী খাবি বল্! কতো সুখাদ্য…হ্যা হ্যা হ্যা…খুব খাচ্ছি…দ্যাখ পেট টিপে দ্যাখ…

অভিরাম। (নন্দরাজার জামা টেনে) এই তো! বাবা কতো মণিমুক্তো! ঝলমল ঝলমল করছে! চলো জামাটা নিয়ে ভেগে পড়ি…

নন্দরাজা। শকুন যতই ওপরে উঠুক, দৃষ্টি সেই ভাগাড়ে! জামা নিবি কিরে শালা! উঁচু কর, নজরটা উঁচু কর্। ইয়া বড় বড় রত্ন আসছে···

অভিরাম। রত্ন!

নন্দরাজা। তবে? তুই কি ভাবছিস আমি এখানে নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছি! তলে তলে কাজ গুছোচ্ছি! তোর জন্যে সুদূর দাক্ষিণাত্যে রত্ন আনতে পাঠিয়েছি···

[এক মহিলা-স্বভাবের পরিচারক ঢোকে।]

পরিচারক। (শরীরে নারী সুলভ হিল্লোল তুলে) দেবী যশোমতী দরশন মাঙছেন প্রভু···

নন্দরাজা। বলো যাচ্ছি।

[কোমর দোলাতে দোলাতে পরিচারক চলে গেল।]

নন্দরাজা। তোর ছোট মা। মানে এ পক্ষের মা! কদিন ধরেই খুব ডাকাডাকি করছে!···হ্যা হ্যা হ্যা···কেয়াঝোপ···ঐ কেয়াঝোপের আড়াল থেকে এমনি এমনি হাত নাড়ছিল। এতো লজ্জা করছিল!···যাই বকে দিয়ে আসি।···(দু-পা এগিয়ে, ফিরে) ছ্যাখ্‌তো পাগড়ি ঠিক আছে? কেমন দেখাচ্ছে রে! (আবার এগিয়ে, ফিরে) চরিত্তির ভালো না! চন্দ্রকেতুর সঙ্গে ঢলাঢলি আছে। রাজবাড়িতে এসব অবিশ্যি জলভাত!

[পরিচারক ঢোকে।]

পরিচারক। দেবী উতলা হয়ে পড়েছেন···

নন্দরাজা। বলো, হাঁটতে আরম্ভ করেছি!

[পরিচারক চলে গেল।]

নন্দরাজা। তুই তাহলে যা, দিন পাঁচেক পরেই আসিস…

অভিরাম। না!

নন্দরাজা। অ্যাঁ!

অভিরাম। একদিনও না, এক বেলাও তোমায় এখানে রাখব না!

[অভিরাম গামছায় ফাঁস বাঁধছে।]

নন্দরাজা। ও কী রে, ফাঁস বাঁধিস কেন? অ্যাই অভিরাম!

অভিরাম। (ফাঁস ঝুলিয়ে) পরো…

নন্দরাজা। আজ পঞ্জিকায় মৃত্যু নাস্তি!

অভিরাম। যমরাজ পাঁজি দেখে আসে না!

নন্দরাজা। (হাত দিয়ে ফাঁসটা সরিয়ে) এতো গোঁয়ার্তুমি কেনরে? পাঁচ ছটা দিন দেরি করলে হয়টা কী…

অভিরাম। (চীৎকার করে) গোবর জল খাওয়াবো! ছোটমা ধরেছো! পরের বৌ নিয়ে…মাকে দিয়ে ঝাঁটা খাওয়াবো…

নন্দরাজা। খবরদার…বামনিকে কোনো কথা বলবি না! আঁটকুড়োর বিটি, আমায় মালপোটা খেতে দিলে না! এখন খা,…উপোস করে মর্! একটু ভাল খাচ্ছি-দাচ্ছি…অমনি সব চোখ টাটাচ্ছে! পরশ্রীকাতর! দে, ফাঁস দে, শালা একটানেই মারবি কিন্তু…(অভিরাম ফাঁস তুলতেই) এই কড়ে-আঙলা গর্তে মুণ্ডু ঢোকে! যাঃ, কাল বড় করে ফাঁস তৈরি করে আসিস!

[পরিচারক ঢোকে।]

পরিচারক। দেবী মূর্চ্ছা যাবেন কিনা জিগ্যেস করেছেন!

নন্দরাজা। অনুমতি দিলুম! যা, বেরো! হা রে রে রে…

[পরিচারক ছুটে বেরিয়ে গেল।]

নন্দরাজা। (ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে) কচি নাবালিকা ছোটরানীটি···কদিন আগে বৈধব্যের যাতনাটি পেয়েছে···এক্ষুনি আবার মরলে দু-দুটিবার ধাক্কা পাবে না।···মায়া নেই···ব্যাটা কামার···কাজ তো পাঁঠাবলি ···পাঁঠাটি না মারতে পারলে হাতের সুখটি হবে কেন !

[ফাঁসের মধ্যে গলা ঢুকিয়ে]

মার টান···

[অভিরাম টান দিতে উদ্যত হয়।]

নন্দরাজা। আজ না···

অভিরাম। আজ !

নন্দরাজা। আজ না···

অভিরাম। আজ !

নন্দরাজা। (যূপকাষ্ঠের বলির পাঁঠার মতো) আজ না···আজ না···

[আলো নিভে যায়।]



রাজদর্শন

....

॥ দ্বিতীয় অঙ্ক ॥ তৃতীয় দৃশ্য ॥

[নন্দরাজার রাজসভা। শূন্য সভাগৃহে ঘোষক ঢুকে দর্শক সাধারণের উদ্দেশ্যে ঘোষণা করছে।]

ঘোষক। আনন্দ-সন্দেশ! আনন্দ-সন্দেশ! অমিত-বৈভব পুণ্যচরিত্র মহাপরাক্রমশালী অযোধ্যাপতি মহারাজ নন্দ সভাগৃহে আসছেন।

[নেপথ্যে বাদ্যধ্বনি]

আজই প্রথম···পুনর্জীবন লাভের পরে এই প্রথম মহারাজ জনসমক্ষে দর্শন দিয়ে তাঁর কৃপাপ্রার্থীদের ধন্য করবেন। উপস্থিত সকলকে জানানো হ'চ্ছে···ধৈর্য ধরুন, ধৈর্য ধরুন,···সারিবদ্ধ ভাবে অপেক্ষা করুন···একে একে রাজদর্শন করে ধন্য হোন।]

[বিপুল বাদ্যধ্বনির মধ্যে মহারাজ দ্বারপথে দেখা দিল। দুপাশে দুই দেহরক্ষী ব্যাঘ্রমল্ল ও ভীমভল্ল। ছত্রধারী রাজছত্র নিয়ে এসে দাঁড়াল সিংহাসনের পেছনে। মহামাত্য এল।]

মহামাত্য। সুস্বাগতম্! সুস্বাগতম্ রাজন! সিংহাসন আলোকিত করুন…

[পূর্বাপেক্ষ অনেক ধাতস্থ ও সপ্রতিভ নন্দরাজা সিংহাসনে বসল।]

মহামাত্য। অহো…অহো…কতকাল পরে অযোধ্যার নভোমণ্ডলে আবার ভাতিছে পূর্ণচন্দ্র! বিধুমুখের সুধাকিরণ ছড়িয়ে দিন রাজন…আকাশ বাতাস মাতিয়ে দিন…

নন্দরাজা। মোটা করো…

মহামাত্য। আজ্ঞে?

নন্দরাজা। গদিটা আরেকটু মোটা করো। যথেষ্ট আরাম হচ্ছে না কেন? কেঠো আসনে বসতে আমার কষ্ট হয় না বুঝি?

মহামাত্য। যথা আজ্ঞা রাজন। (নেপথ্যের উদ্দেশ্যে হাততালি দিয়ে) গদি মোটা!

নন্দরাজা। প্রার্থীদের ডাকা হোক্…

মহামাত্য। একে একে…একে একে…

[১ম দর্শনার্থী ঢুকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে।]

নন্দরাজা। হয়েছে! অতি ভক্তি ভালো লক্ষণ না…

দর্শনার্থী ১। আমার একটি প্রার্থনা আছে মহারাজ।

নন্দরাজা। ব্যক্ত করো…

দর্শনার্থী ১। আমার কর্মহীন জ্যেষ্ঠপুত্রের জন্যেএকটি কর্ম চাই মহারাজ।

নন্দরাজা। তুমি কার লোক?

দর্শনার্থী ১। আজ্ঞে?

নন্দরাজা। নিজের লোক ছাড়া আমি কাউকে কর্ম দেব না। আগে বলো তুমি কার লোক···আমার, না বিরোধীপক্ষ চন্দ্রকেতুর ?

দর্শনার্থী ১। আজ্ঞে বংশপরম্পরায় আমি রাজভক্ত, রাজানুরক্ত···

নন্দরাজা। আমড়াগাছিতে দেখছি যথেষ্ট পোক্ত ! স্পষ্ট করে বলো··· যদি চন্দ্রকেতুর সঙ্গে আমার বিরোধ বাধে, তুমি কি আমার পশ্চাতে দাঁড়াবে ?

দর্শনার্থী ১। আজ্ঞে, যথাকালে যথাস্থানে পাবেন—

নন্দরাজা। তবে জ্যেষ্ঠপুত্র কর্ম পাবে।

দর্শনার্থী ১। আজ্ঞে কী কর্ম মহারাজ ! পুত্রটি আমার হাবাগোবা। সব রকম কর্ম পারবে না মহারাজ !

নন্দরাজা। কোনরকম কর্মেরই দরকার নেই। নিজের লোক হলে কোনরকম যোগ্যতার দরকার নেই। মাসান্তে মনে করে বেতনটি নিয়ে যেয়ো বৎস। (হাঁক পাড়ে) দ্বিতীয়···

[১ম দর্শনার্থী যায়। ২য় দর্শনার্থী ঢোকে।]

দর্শনার্থী ২। মহারাজ, একটি দীঘি···

নন্দরাজা। দীঘি !

দর্শনার্থী ২। আমার বাহাত্তরটি ঘোড়া। পানীয় জলের অভাব। আমার গৃহের কাছাকাছি একটি দীঘি চাই মহারাজ। আমি আপনারই লোক।

নন্দরাজা। তবে তোমার উঠোনেই দীঘি ফুটিয়ে দেওয়া হবে···

দর্শনার্থী ২। মহারাজ অপার করুণাময়···

নন্দরাজা। তবে তোমায় কিছু ছাড়তে হবে।

দর্শনার্থী ২। আজ্ঞে ?

নন্দরাজা। রাজানুগ্রহ নিতে গেলে কিছু ব্যয় করতে হয়, জান না?

দর্শনার্থী ২। আজ্ঞে না তো—

নন্দরাজা। না তো? তোমার ঘোড়া জল খাবে, রাজা জলপানি পাবে না?

দর্শনার্থী ২। মহারাজ উৎকোচ নেবেন?

নন্দরাজা। উৎকোচ!

ব্যাঘ্রমল্ল। (নন্দরাজার কানের কাছে) ত্রাণভাণ্ডার!

নন্দরাজা। আমার ত্রাণভাণ্ডারে দান করবে!

দর্শনার্থী ২। ত্রাণভাণ্ডার! কার ত্রাণে নরপতি!

নন্দরাজা। আমারই ত্রাণে অশ্বপতি। যদি কোনদিন রাজ্য হারিয়ে দুর্গতিতে পড়ি, তাহলে ঐ ত্রাণভাণ্ডার আমায় ত্রাণ করবে! কলার কাঁদি বোঝো? আড়ায় ঝুলিয়ে রাখে···একটি একটি করে খায়। আমিও ত্রাণভাণ্ডারটিকে ঝুলিয়ে রেখে খাবো! তৃতীয়···

[২য় দর্শনার্থী চলে যায়।]

নন্দরাজা। মহামাত্য···

মহামাত্য। রাজন···

নন্দরাজা। ছাতায় কি ফুটো আছে?

মহামাত্য। আজ্ঞে?

নন্দরাজা। একটুখানি ছায়ার যেন তারতম্য ঘটছে···ঘাড়ের কাছে···

[মহামাত্য ছুটে গিয়ে রাজার মাথার ছাতাটি দেখে]

মহামাত্য। রাজন ঠিকই ধরেছেন! অতি ক্ষুদ্র সূচাগ্রের মতো ছিদ্র···

নন্দরাজা। তবে? আমার কাছে চালাকি! তাও ছাতার ব্যাপারে···

[ব্যাঘ্রমল্ল ও ভীমভল্ল হাসি গিলল। দরিদ্র ৩য় দর্শনার্থী ঢুকল।]

নন্দরাজা। তোমার কি চাই? না, না, আর আমি কাউকে কিছু দিতে পারব না! সকাল থেকে ঢের দিয়েছি!

দর্শনার্থী ৩। আমি কিছু চাইতে আসিনি মহারাজ…

নন্দরাজা। ও, তুমি বুঝি উপঢৌকন দিতে এসেছ? দাও দাও…

দর্শনার্থী ৩। দেবার মতো আমাদের কি আছে মহারাজ!

নন্দরাজা। ও, দেবেও না, নেবেও না…তবে বুঝি শ্রীমুখ দর্শনে এলে? নাও দর্শন কর…

দর্শনার্থী ৩। না, শুধু দর্শন করার মতো অফুরন্ত সময় তো নেই মহারাজ।

নন্দরাজা। এও না সেও না…তবে এলে কেন?

দর্শনার্থী ৩। আজ্ঞে একটি কথা বলতে! বৃষল আসছে!

নন্দরাজা। বৃষল! কে বৃষল!

দর্শনার্থী ৩। বিদ্রোহী বৃষল! আপনার মুণ্ডপাত করবে!

নন্দরাজা। ব্যাঘ্রমল্ল! ভীমভল্ল!

[ব্যাঘ্রমল্ল ও ভীমভল্ল ভীমগর্জনে ছুটে গিয়ে দরিদ্র দর্শনার্থীকে ঘাড় ধরে বার করে নিয়ে যায়। মহিলা-স্বভাবের পরিচারকটি ঢোকে।]

পরিচারক। দেবী মূর্চ্ছিত হয়েছেন প্রভু!

নন্দরাজা। হয়েছেন! তবে সভা ভঙ্গ! আজকের মত ইতি! যাও, চলে যাও সব।

[ব্যাঘ্রমল্ল ও ভীমভল্ল ঢোকে।]

নন্দরাজা। তোমরাও যাও—হা রে রে রে···

[সকলে চলে যায়।]

কিন্তু লোকটা কি বলে গেল! বৃষল! তাহলে কটা শত্রু দাঁড়ালো আমার! চন্দ্রকেতু, বৃষল···! বাসাংসি জীর্ণানি না কি বলে···আমি সেই জীর্ণবাস ছেড়ে এই কণ্টকাকীর্ণ মুকুট পরলুম! না, আর না, ঢের হয়েছে! আজ অভিরাম এলেই চলে যাব।

[যশোমতী ঢোকে]

যশোমতী। কোথা যাবে প্রাণনাথ···

নন্দরাজা। এই যে শুনলুম তুমি মূর্চ্ছিত।

যশোমতী। না হলে কি সভাভঙ্গ হত প্রিয়তম! (মহারাজার গলা জড়িয়ে) আমি তোমায় রাজকার্য করতে দেব না গো—

নন্দরাজা। আমারো ইচ্ছা নাইগো···কবে আছি কবে নাই···

যশোমতী। কেন বারংবার ও কথা বল প্রিয়তম! একবার হারিয়ে ফিরে পেয়েছি···বাহুডোরে বেঁধে রাখব তোমায়।

নন্দরাজা। কতক্ষণ রাখবে! জীবন যে আমার ফুটো পাত্রে সিন্নি ঘোঁটার মত!

যশোমতী। সিন্নি! সিন্নি কি প্রাণেশ্বর?

নন্দরাজা। বামুনেরা যা খায় প্রাণেশ্বরী। পাত্রের মধ্যে চালকলা দিয়ে ঘুঁটে ঘুঁটে। তা পাত্রেই যদি ফুটো থাকে···এদিকে ঘুঁটতে ঘুঁটতে ওদিকে সব বেরিয়ে যায়। আমার জীবনটাও তাই। এদিকে ঘুঁটছি···ওদিকে গলে যাচ্ছে···

যশোমতী। দেব না গো, আর তোমায় গলে যেতে দেব না···ওগো

তোমার পায়ে মাথা দিয়ে যেন চির সধবা হয়ে আমি চলে যেতে পারি···

[চন্দ্রকেতু ঢুকে থমকে দাঁড়ায়।]

চন্দ্রকেতু। মরি মরি মরি!

[যশোমতী চমকে সরে যায়।]

যশোমতী। লজ্জা করে না তোমার চন্দ্রকেতু, এইভাবে হুটপাট করে ঢুকতে। বিশেষ করে আমি যখন তোমার দাদার কাছে রয়েছি—

চন্দ্রকেতু। মহাসতী···মহাসতী রানী যশোমতী···মরি মরি মরি···

যশোমতী। চন্দ্রকেতু, ভুলে যেয়ো না···আমি তোমার জ্যেষ্ঠভ্রাতার কনিষ্ঠা ভার্যা। তুমি আমার দেবর।

চন্দ্রকেতু। দেবর! যাক্, এতোদিনে মনে পড়ল—

যশোমতী। জানো, জানো প্রিয়তম···এই কাপুরুষ লম্পট দুরাচার··· তুমি যখন রোগশয্যায় ছিলে, নিত্য রাতে আমার গবাক্ষে উঁকিঝুঁকি দিত। আমি কত বলতুম, অমন করে অবলা নারীর হৃদয় তোলপাড় কোর না ঠাকুরপো!

চন্দ্রকেতু। ধন্য নারী, ধন্য তোমার অশ্রুবারি। নিজের পিঠ বাঁচাতে কেমন বোকা-সোকা খুঁকিটি সাজছ। কিন্তু তার আর দরকার হবে না। কারণ অযোধ্যার সিংহাসনে যে বসে আছে, সে তোমার স্বামী নন্দরাজা নয়।

যশোমতী। কি, তুমি মহারাজকেও অস্বীকার করছ!

চন্দ্রকেতু। মহারাজ! হাঃ হাঃ হাঃ···(নন্দরাজার কাছে গিয়ে) কেমন আছেন মহারাজ নন্দ! (নন্দরাজা ঘাবড়ে ঘাড় নেড়ে জানায়, ভাল) রাতে ভাল নিদ্রা হয়েছে! (নন্দরাজা ঘাড় নাড়ে) যতদূর সম্ভব রানীদের এড়িয়ে চলবে। রমণীরা কিন্তু

স্বামীদের ছোটখাটো পরিবর্তন চট করে ধরে ফেলতে পারে। (নন্দরাজা বেগতিক বুঝে পালাতে যায়—চন্দ্রকেতু খপ করে চেপে ধরে) কে তুই ?

নন্দরাজা। তোর দাদা !

চন্দ্রকেতু। (ঝাঁকুনি দিতে দিতে) দাদা, তুই দাদা—

নন্দরাজা। বল্‌···দাদা বল্‌···দাদা !

চন্দ্রকেতু। চুপ !

নন্দরাজা। বল্‌ না···দাদা বল্‌। একবার বল্‌ ভাই···

চন্দ্রকেতু। তুই লম্বোদর ভট্ট !

নন্দরাজা। পাগলামি করছিস কেতু ! আমি তোর দাদা।

চন্দ্রকেতু। চুপ ! আমার দাদা নন্দ মহানন্দে স্বর্গে বসে হাওয়া গিলছে। তার মৃতদেহে প্রবেশ করেছিস তুই। লোভী, নিষ্কর্মা পেটুক ব্রাহ্মণ লম্বোদর—

যশোমতী। মা গো !

[মহামাত্য ঢোকে]

চন্দ্রকেতু। তুই জাল-নন্দ !

মহামাত্য। জাল-নন্দ !

চন্দ্রকেতু। হ্যাঁ হ্যাঁ···যে গ্রাম্য যুবক প্রতিদিন ওর কাছে আসে··· অভিরাম···তাকে অনুসরণ করে আমি সব জেনেছি। ধনরত্নের লোভে নন্দের দেহে ঢুকেছে লম্বোদরের আত্মা ! বড় মজা পেয়েছিস, না ? রাজ্যপাট, ধনরত্ন, সুন্দরী যশোমতীর প্রেম···

যশোমতী। মাগো ! আমার কি হবে গো···

[যশোমতী চলে যায়।]

চন্দ্রকেতু। তুই কি স্বেচ্ছায় যাবি, না তোকে মেরে স্বস্থানে পাঠাব ?

নন্দরাজা। হা রে রে রে···

[নন্দরাজা ছুটে ভেতরে পালায়।]

চন্দ্রকেতু। তবে রে···কোথায় পালাবি! কোথায় পালাবি তুই পিশাচ!

[চন্দ্রকেতু অগ্রসর হয়।]

মহামাত্য। থামুন কুমার!

চন্দ্রকেতু। আমার কথায় বিশ্বাস হচ্ছে না?

মহামাত্য। অবিশ্বাসের কোন কথাই উঠছে না···আমিও ব্যাপারটা জানি!

চন্দ্রকেতু। আপনিও জানেন!

মহামাত্য। আপনি কি মনে করেন অযোধ্যার মহামাত্য এক কাছাখোলা বিদূষক! চোখ, কান এবং ঘ্রাণশক্তি আমার অত্যন্ত প্রখর কুমার!

চন্দ্রকেতু। সব জেনেও এখনো চুপ করে বসে আছেন!

মহামাত্য। সেইটেই যে সবদিক থেকে শ্রেয় কুমার চন্দ্রকেতু—

চন্দ্রকেতু। শ্রেয়! আমার বংশের মুখে কালি দিচ্ছে একটা পিশাচ! এক্ষুণি মেরে তাড়ান!

মহামাত্য। অত্যন্ত গর্হিত কাজ হবে কুমার। এই জাল নন্দকেই আসল মহারাজ বলে মেনে নিন!

চন্দ্রকেতু। আপনার ভীমরতি ধরেছে!

মহামাত্য। কুমার! আপনি নিতান্তই অস্থিরমতি! সব দিক বিবেচনা করে আমি এই পরামর্শই দেব কুমার—ওই জাল-নন্দকে বুঝতে দেওয়া চলবে না আমরা তাকে ধরে ফেলেছি।

চন্দ্রকেতু। মহামাত্য, একটা পিশাচ হবে দেশের রাজা—

মহামাত্য। কতো রাজাই তো পিশাচ হয়, একটা পিশাচ রাজা হলে কি এসে যায়! দেশের বুকে ধিকি ধিকি জ্বলছে বিদ্রোহের আগুন! বৃষলের লোকবল বাড়ছে প্রতিদিন। এমতাবস্থায় যদি রটে যায়, রাজা আমাদের জাল রাজা·· ধ্বক্ করে জ্বলবে দাবানল! নন্দবংশের সিংহাসন চলে যাবে বিদ্রোহীদের কবলে। ভেবে দেখুন আপনারা, তার চেয়ে কি উচিত হবে না···ওই পিশাচের পশ্চাতে শক্তি জোগানো! পিশাচের কাঁধে ধনুক রেখে বিদ্রোহীদের ধ্বংস করা? সিংহাসনের বড় শত্রু কে কুমার? পিশাচ না বৃষল?

চন্দ্রকেতু। বৃষল!

মহামাত্য। তবে পিশাচটাকে দিয়ে আগে বৃষলের সংহার করুন। তারপর ভূত তাড়াতে কতক্ষণ?

চন্দ্রকেতু। আমায় ক্ষমা করবেন মহামাত্য। উত্তেজনায় কত কটুকথা বলেছি···

মহামাত্য। আমিও উত্তেজনায় সব শুনতে পাই নি···ভুলে যান! সর্বাগ্রে লম্বোদর ভট্টের মড়াটির সন্ধান করুন।

চন্দ্রকেতু। লম্বোদরের মড়া!

মহামাত্য। ওটাকে পুড়িয়ে ফেলতে হবে, যাতে বিদ্রোহ দমনের আগে দুষ্ট আত্মা স্বস্থানে প্রস্থান করতে না পারে।

চন্দ্রকেতু। কোথায় সেটা!

মহামাত্য। এরপর যেদিন কামার আসবে, গোপনে তাকে অনুসরণ করুন। ওই মড়াটাকে হস্তগত করলেই হাতের মুঠোয় পেয়ে

যাব পিশাচকে! আর হ্যাঁ, সর্বাগ্রে ওকে সন্তুষ্ট করুন, ও ভয় পেয়েছে, নির্ভয় করুন…যাতে ও আমাদের ফেলে না পালায়!

চন্দ্রকেতু। কি ভাবে সন্তুষ্ট করব পিশাচকে!

মহামাত্য। তাও কি আমাকে বলে দিতে হবে! আজ পূর্ণিমানিশি! রানীমাতাকে সঙ্গে দিয়ে ওকে কেয়াকুঞ্জে অভিসারে পাঠিয়ে দিন!

[যশোমতী ঢোকে]

যশোমতী। না! কক্ষণো না! কী বলছেন আপনি!

মহামাত্য। এছাড়া উপায় নাই রানীমাতা!

যশোমতী। না, না—একটা পিশাচ…

মহামাত্য। মেনে নিন। রাজত্ব রক্ষা করতে গেলে পিশাচের সঙ্গেও গাঁটছড়া বাঁধতে হয়!

যশোমতী। আমার বমি আসছে। চন্দ্রকেতু, প্রিয়তম…

চন্দ্রকেতু। ওই জাল-নন্দকেই প্রেম নিবেদন করো যশোমতী।

যশোমতী। চন্দ্রকেতু!…আমি গলায় দড়ি দিয়ে মরব!

[যশোমতী চলে যায়।]

মহামাত্য। কুমার, এরপর সব দায়িত্ব আপনার। ওঁকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রাজি করান। আপনি ওঁকে জ্যেষ্ঠভ্রাতা বলে মেনে নিন। আলিঙ্গন করুন।

[দুজনে চলে যায়, কুব্জা ঢোকে। সম্পূর্ণ অপ্রকৃতিস্থ।]

কুব্জা। গাঁটছড়া! গাঁটছড়া!…রাজত্বের এমনই মহিমে গো, এমনই মহিমে! সেই পিশাচের সঙ্গেই যদি ঘর বাঁধবি তোরা… কুঁজির মেয়েগুলোকে এমন করে মারলি কেন? কেন তার বুকখানা খালি করে দিলি! কর্, কত রাজত্বি করবি কর্। মনে রাখিস্, যে কুঁজি রাজাকে একবার মারতে পেরেছে, সে দশবার

মারতে পারে! (মেঝেতে লাথি মারতে মারতে) রাজবাড়ি চুরমার করে দিতে পারে, চুরমার…চুরমার…

[অভিরাম ঢুকছে। কুব্জা তার দিকে তাকাতে—অভিরাম ভয়ে জড়সড়।]

অভিরাম। মহারাজ…আমি মহারাজের কাছে যাব…

কুব্জা। (হঠাৎ হেসে উঠে) পাবি না…আর পাবি না…গাঁটছড়া বাঁধা হয়ে গেছে! পালা! পালা!

[কুব্জার তাড়া খেয়ে অভিরাম সিংহাসনের আড়ালে লুকোয়। আনন্দে ফুলতে ফুলতে নন্দরাজা ঢোকে।]

নন্দরাজা। দাদা…দাদা বলেছে চন্দ্রকেতু! ভ্রাতা বলে আমাকে প্রণাম করেছে! আমাকে আলিঙ্গন করেছে! ধূম্রকেশর…ধূম্রকেশর! ধূম্রকেশর আমায় দেখে হর্ষধ্বনি করেছে! ধূম্রকেশরও আমাকে মেনে নিয়েছে। ভয় নেই…আর ভয় নেই! এই রাজ্যপাট, সিংহাসন, এখন আমার…সত্যি আমার…সব আমার…

[কুব্জা হাসে]

কুব্জা। সবাই মেনে নিলেও, কুঁজি মানবে না…কুঁজি নকল রাজা মানবে না…

[কুব্জা চলে যায়।]

নন্দরাজা। দূর হ কুঁজি! আর আমি নকল রাজা নই! এখন আমিই মহারাজ নন্দ!

অভিরাম। ঠাকুরবাবা!

[অভিরাম বেরিয়ে আসে।]

নন্দরাজা। তুই! এখানে কি চাই?

অভিরাম। তোমারে নিতে এলাম !

নন্দরাজা। তোকে এখানে ঢুকতে দিল কে ?

অভিরাম। কেউ কি দেয় ? যুদ্ধ করে ঢুকলাম। এক ব্যাটা প্রহরীর মুখ বেঁধে থামের গায়ে লটকে এসেছি···

নন্দরাজা। তোর তো সাহস কম নয়! নিজের লোক বলে অনেক সয়েছি। কিন্তু আজ তুই আমার প্রহরীকে—

অভিরাম। (হেসে) প্রহরী তোমার!

নন্দরাজা। না, তোর বাপের!

অভিরাম। আমার বাপের হলে তো তোমারই হত! (হেসে) যাকগে, কদিন ধরে তো রোজ ঘোরাচ্ছ! আজ না কাল···আজ না কাল···তোমার পুঁটলি আর বাঁধা হয় না!

নন্দরাজা। মনে থাকে না!

অভিরাম। আজও বাঁধোনি! আরে আমি আগানে-বাগানে লুকিয়ে বেড়াচ্ছি, সেদিকে খেয়াল নেই। রোজই মনে থাকে না! বলি, দেশে যাবো কবে ?

নন্দরাজা। তুই চলে যা···আমার যেতে দেরী হবে।

অভিরাম। কী হয়েছে!

নন্দরাজা। এই পাদুকা জোড়া নিয়ে যা···হীরামুক্তা মাণিক্য খচিত··· তোর সাতপুরুষ চলে যাবে···

অভিরাম। তুমি কবে যাবে ?

নন্দরাজা। বলতে পারছি না।

অভিরাম। কদ্দিন তোমার মড়া চৌকি দেব ?

নন্দরাজা। কে বলেছে, চৌকি দিতে! যা ওটার মুখাগ্নি করে দিগে যা···

অভিরাম। মুখে আগুন জ্বেলে দেব।

নন্দরাজা। আচ্ছা ঠিক আছে, সে দায়িত্বও তোকে দিচ্ছি না। তুই ওটার ঠ্যাঙে দড়ি বেঁধে সরযূতে ভাসিয়ে দিগে যা—

অভিরাম। তারপর ?

নন্দরাজা। তারপর আবার কি ? লম্বোদর ভেসে চলে গেল…

অভিরাম। (বিস্ফারিত গলায়) তুমি তাহলে আর কোনদিনও ফিরবে না ঠাকুরবাবা !

নন্দরাজা। আর ফেরা যায় ? তুই বল্, এরপরে আর কুঁড়ে ঘরে ঢোকা যায়…না ঐ আধমরা বামুন লম্বোদর ভট্ট হয়ে আর বাঁচা যায় ? পাগল না গোদাবরী !

অভিরাম। তোমার মনে এই ছিল ঠাকুরবাবা !

নন্দরাজা। ঠাকুরবাবা ঠাকুরবাবা করিস কেন রে ! মহারাজ বলতে পারিস না !

অভিরাম। মহারাজ ! তোমারে যত দেখি, তল পাইনে গো…

নন্দরাজা। আচ্ছা তুই আমার মড়া আমার কাছে দিয়ে যা…

অভিরাম। পাবে না !

নন্দরাজা। কেন কেন ! আমার মৃতদেহ আমি সৎকার করব, এতে তোর আপত্তির কি আছে !

অভিরাম। পাবে না !

নন্দরাজা। কোথায় রেখেছিস আমার মড়া, চল্ আমায় দেখিয়ে দিবি…

অভিরাম। তুমি বড় চালাক, না ? ওই মড়াটাকে নিশ্চিহ্ন করতে

পারলে, তোমার ফেরার জায়গাটা লুপ্ত হয়ে যায় যে! আর কোনদিন ফিরতে হয় না।…তাই না? পাবে না।

নন্দরাজা। অভিরাম!

অভিরাম। মড়া শনির বরে অক্ষয়। মহারাজ, লম্বোদর ভট্টের ধম্মোপুত্তুর ঐ মড়া পাহারা দিয়ে রাখবে, যেদিন তুমি এখানে মরবে, সেদিন আবার তোমাকে ফিরতে হবে…

নন্দরাজা। শয়তান! তোর এতো স্পর্ধা! জানিস রাজদ্রোহের শাস্তি!

অভিরাম। জানি জানি মহারাজ, কাঙালের জীবন…কাঙালের মাকে আর তোমার ভালো লাগে না! ‥ফিরিয়ে তোমাকে আমি নিয়ে যাবোই। নইলে যে লোকে বলবে, অভিরাম তার ধম্মোবাপেরে কাঁধে বয়ে মৃত্যুর দরজায় পৌঁছে দিয়ে গেল…অভিরাম পিতৃহত্যে করে গেল…

[অভিরাম দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেল।]

নন্দরাজা। ধর্…ধর্…ওকে ধর্…(থেমে) মড়া! মড়াটা আমার চাই! (বিশাল গলায়) ভীমভল্ল…ব্যাঘ্রমল্ল‥

[নন্দরাজার ভীষণ কণ্ঠস্বর ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। কাঁপছে অযোধ্যার রাজপুরী। মুহূর্তের জন্য আলো নেভে। অন্ধকারে ঢ্যাঁড়ার শব্দ ও ঘোষণা…]

ঘোষক। ধড় চাই…লম্বোদর ভট্টের ধড়!

[অন্ধকারে একপাল ঘোড়া-ছোটার শব্দ। আলো জ্বলে। নন্দরাজা উন্মত্ত পায়ে বিচরণ করছে। হাঁপাতে হাঁপাতে ভীমভল্ল ঢোকে।]

নন্দরাজা। কী সংবাদ? মড়া কই···আমার মড়া—

ভীমভল্ল। পাইনি মহারাজ···

নন্দরাজা। অপদার্থ! দিনের পর দিন যাচ্ছে···একটা মড়া বন্দী করতে পারলি না···একটা মড়া···

ভীমভল্ল। মড়া কাঁধে নিয়ে কামার ছুটছে। বন জংগল নদী ডিঙ্গিয়ে কামার ছুটছে···

নন্দরাজা। ধর্···ওকে ধর্···

ভীমভল্ল। পারা যাচ্ছে না···দুরন্ত বেগে ছুটছে কামার···সাপের মত আঁকাবাঁকা। আমাদের ঘোড়া দিশেহারা হয়ে পড়ছে···

নন্দরাজা। পুরস্কার···বিরাট পুরস্কার···ঘোষণা কর্ আমার অযোধ্যা রাজ্যে···যে আনতে পারবে লম্বোদরের মৃতদেহ···

[সঙ্গে সঙ্গে নেপথ্যে ঘোষণা শোনা গেল :]

ঘোষক। পঞ্চ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা · পঞ্চ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা···

[ঝাঁক ঝাঁক অশ্বক্ষুর দাপিয়ে চলেছে। নন্দরাজা প্রবল উত্তেজনায় ঘুরপাক খাচ্ছে। খোঁড়াতে খোঁড়াতে সেনাপতি ভদ্রশাল ঢুকল।]

নন্দরাজা। কই, ধড় কই?

সেনাপতি। (অমায়িক বদনে) আজ্ঞে কার ধড়?

নন্দরাজা। তোমার শ্বশুরের!

সেনাপতি। আমি অকৃতদার!

নন্দরাজা। চোপ্! দেশশুদ্ধ লোকের চোখ ফাঁকি দিয়ে একটা লোক একটা ধড় নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে···সেনাপতি হয়েছ ঘোড়ার ল্যাজ আঁচড়াতে!

সেনাপতি। ল্যাজামাথা···আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না···

নন্দরাজা। পারবে, অন্ধকূপে নিক্ষেপ করলে সবই বুঝতে পারবে···

সেনাপতি। আমি এখানে ছিলুম না, এইমাত্র দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধ থেকে ফিরছি।

নন্দরাজা। (খেয়াল হয়) ও দাক্ষিণাত্য! হ্যাঁ হ্যাঁ দাক্ষিণাত্যের রত্ন! কই, কই, আমার রত্ন কই? মন্দির গাত্রের রত্ন···

সেনাপতি। (খোঁড়াতে খোঁড়াতে কয়েক পা সরে গিয়ে) আমাকে দেখেও কিছু বুঝতে পারছেন না মহারাজ···

নন্দরাজা। পা ভেঙে ফিরেছ?

সেনাপতি। আমি তো তবু ফিরেছি, বাহিনীর আর একজনও ফেরেনি!

নন্দরাজা। মর্কট! অতোবড় বাহিনী আমার ধ্বংস করে এলি!

সেনাপতি। আমি কোথায় ধ্বংস করলুম, যা করার করলেনতো আপনার দাক্ষিণাত্যের বেয়াইমশাই! গোটা বাহিনার মাথা কামিয়ে মন্দিরের পাণ্ডা সাজিয়ে রেখে দিয়েছেন!

নন্দরাজা। দূর! দূর হয়ে যা! যা, মড়া বন্দী করে আন···

সেনাপতি। যা অবস্থা মড়া ছাড়া জ্যান্ত মানুষ বন্দী করতে পারব না···কিন্তু কার মড়া সেটা বলুন···

নন্দরাজা। আমার মড়া! যার পাস তার নিয়ে আয়! মড়া চাই আমার, মড়া···

[সেনাপতি এক বিরাট হাঁক পেড়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে বেরিয়ে গেল।]

নন্দরাজা। রত্ন···আমার দাক্ষিণাত্যের রত্ন···ওহোহোহো, দাক্ষিণাত্য ভরাডুবি···

[ব্যাঘ্রমল্ল ঢোকে]

ব্যাঘ্রমল্ল। মহারাজ···

নন্দরাজা। কই, কামার কই?

ব্যাঘ্রমল্ল। মগধ নগরীর পথ ধরেছে!

নন্দরাজা। আগুন জ্বালাও! নিজেরা ধরতে না পারো আগুন জ্বালাও! আগুন তাকে ধরে নেবে!

ব্যাঘ্রমল্ল। আগুন জ্বলছে। গ্রামের পর গ্রাম পুড়ছে···পুড়ছে শস্যক্ষেত্র! সন্দেহজনক ঘরবাড়ি দেখলেই আগুন লাগাচ্ছেন চন্দ্রকেতু···

নন্দরাজা। (চমকে) চন্দ্রকেতু!

ব্যাঘ্রমল্ল। চন্দ্রকেতুও কামারের পিছনে ছুটছেন!

নন্দরাজা। কেন, চন্দ্রকেতু কেন ছোটে! তাকে তো আমি নির্দেশ দিইনি···

ব্যাঘ্রমল্ল। আজ্ঞে চন্দ্রকেতুর অভিসন্ধি অন্য রকম। মড়াটাকে হস্তগত করে, তিনি আপনাকে বশীভূত করে রাখতে চান!

নন্দরাজা। বশীভূত···আমাকে কে বশ মানায়! আমি রাজা, মহারাজা! এই ত্যাখ্ আমার শিরস্ত্রাণ! মাপে মাপে লেগে গেছে! পড়ে না···হাঃ হাঃ হাঃ···আমি ঘুরছি ফিরছি···পাগড়ি নড়ে না! হাঃ হাঃ হাঃ (থেমে) ব্যাঘ্রমল্ল!

ব্যাঘ্রমল্ল। বলুন···

নন্দরাজা। ধূম্রকেশর! ধূম্রকেশরকে সাজাও! আমি যাবো আমার মৃতদেহের সন্ধানে···

ব্যাঘ্রমল্ল। ধূম্রকেশর জাল প্রভুকে পিঠে রাখবে না!

নন্দরাজা। (ব্যাঘ্রমল্লকে পদাঘাত করে) মূর্খ, আমি আর জাল নই! আমি মহারাজ নন্দ! হাঃ হাঃ হাঃ! ধূম্রকেশর! ধূম্রকেশর!

[নন্দরাজা মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে অশ্বশালার দিকে ছুটল। আলো নেভে।]



রা জ দ র্শ ন

....

॥ দ্বিতীয় অঙ্ক ॥ চতুর্থ দৃশ্য ॥

[রাজপ্রাসাদ। আলোক বৃত্তে শনির মুখ।]

শনি। পাপিষ্ঠ বজ্জাত···
নন্দ মোর ভেঙেছিল একটি দাঁত!
আর এই নব-নন্দ বদের ধাড়ি···
শূন্য করি দিলা মোর সম্পূর্ণ মাড়ি!
(থেমে) প্লাবিতা গোদাবরী
ডাকিয়া আনিলা মহামারী···
গ্রাম নগরী যায় ছারখার
দিবসে গৃধিনী নাচে উল্লাস অপার!
অরে রে লম্বোদর···
ভাড়িয়া ফিরিস তুই আপনার ধড়!

(থেমে) একবেলার জন্যে গেলি…
গেলিতো রয়ে গেলি !
পাগড়ির এমনই মাহাত্ম্য !
জানিলাম সত্য…
দেবতা যদ্যপি পারে বদলাতে রাজা…
পারে না বদলাতে শাসন, এমনি এ মজা !
(থেমে) বৃষল ! বিদ্রোহী বৃষল !
ভাঙো রাজদণ্ড কুশাসন লোভ…
হতাশা বঞ্চনা ঘুচাও শোকতাপ ক্ষোভ
আমি ব্যর্থকাম…
ত্যজিয়া দেবতার মান তোমায় স্মরিলাম !
বৃষল ! বৃষল ! দরিদ্রের সন্তান তুমি…
শত্রু দারিদ্র্যের…
ধ্বংস করো অযোধ্যাপুরী
ধ্বংস করো এই হতশ্রী দরিদ্র রাজপুরী…
বৃষল…বৃষল…

[নেপথ্যে রাজবাড়ির পাগলা-ঘন্টি বেজে ওঠে। শনির মুখের আলোকবৃত্তটি অগ্নিবলয়ের রূপ ধারণ করে।]

শনি। ধ্বংস করো ! ধ্বংস করো ! হাঃ হাঃ হাঃ…

[শনির অন্তর্ধান। মঞ্চের আলো ছড়িয়ে পড়ে। রাজপ্রাসাদের কোন অংশে আগুন লেগেছে। নেপথ্যে রাজপুরবাসীদের কোলাহল। ভীত সন্ত্রস্ত দাসদাসী পরিচারকেরা আর্ত চীৎকারে ছুটোছুটি করছে।]

পুরবাসী ১। আগুন!···আগুন! বিদ্রোহীরা আগুন জ্বেলেছে—পালাও···পালাও···

[২য় পুরবাসী ঢুকল।]

পুরবাসী ২। লুণ্ঠন! লুণ্ঠন হয়ে গেল নন্দরাজার ধনদৌলত!···উফ কতো পুরুষের ঐশ্বর্য! গেল···সব গেল!

[৩য় পুরবাসী ঢোকে।]

পুরবাসী ৩। বৃষল! বৃষল আসছে! বৃষল—

[মহামাত্য চীৎকার করতে করতে ঢুকল।]

মহামাত্য। রণং দেহি···রণং দেহি···কোথায় পালাচ্ছ সব···রণং দেহি···

পুরবাসী ৩। দিচ্ছি, দিচ্ছি—যারা পালিয়ে গেছে, তাদের ধরে আনতে যাচ্ছি···(অন্যদের) পালাও···

[পুরবাসীরা ছুটে চলে যায়।]

মহামাত্য। রণং দেহি··· রণং দেহি···

[খোঁড়াতে খোঁড়াতে সেনাপতি ভদ্রশাল ঢোকে।]

সেনাপতি। ষাঁড়ের মতো চেঁচাবেন না···

মহামাত্য। সেনাপতি ভদ্রশাল! রণং দেহি···

সেনাপতি। একদম গলা তুলবেন না! চুপচাপ খিড়কির পথ ধরুন···

মহামাত্য। কী বলছ তুমি ভদ্রশাল! খিড়কির পথ ধরবে তো অস্ত্র ধরবে কে!

সেনাপতি। খোঁড়া পায়ে অস্ত্রধরা সম্ভব নয় মশাই!···আমার সঙ্গে আসবেন, না গেঁজিয়ে সময় নষ্ট করবেন!

মহামাত্য। কাপুরুষ! ইঁদুরের মতো ডুবন্ত জাহাজ পরিত্যাগ করছ!

যাও, যাও সবাই···আমি আছি নন্দবংশের রক্ষক!···রে রে রে বিদ্রোহী, আত্মসমর্পণ কর্···

সেনাপতি। দূর মশাই, ওরা আত্মসমর্পণ করবে কি! ওরা তো জিতছে···

মহামাত্য। যে জেতে তাকেই তো আত্মসমর্পণের প্রস্তাব দিতে হয়। হারলে তো বন্দী করতুম! · আত্মসমর্পণ কর্, আত্মসমর্পণ কর্···

সেনাপতি। আসুন তো···

[সেনাপতি বকের মতো লাফিয়ে গিয়ে মহামাত্যের কাঁধে ভর দেয়।]

মহামাত্য। একী! একী করছ ভদ্রশাল!

সেনাপতি। এক পায়ে পালাব কি করে মশাই? আপনার পা এখন আমার পা। চলুন···

মহামাত্য। ছাড়ো···আমাকে ছাড়ো···আমি পালাবো না··· রাজন···রাজন···

[সেনাপতি কিছুতে ছাড়ল না। মহামাত্যের কাঁধে ভর দিয়ে বকের মতো বেরিয়ে গেল। আগুনের তেজ আরো বেড়েছে। চতুর্ধার রক্তাপ্লুত। কোলাহল চরমে উঠল। রাশি রাশি সোনালি চুলের গুচ্ছ নাচাতে নাচাতে নন্দরাজা দাপাতে দাপাতে ঢুকল।]

নন্দরাজা। ঐশ্বর্য! আমার ঐশ্বর্য চলে যায়! আমার হীরা মুক্তা মণি! নীলকান্ত মণি···পদ্মরাগ মণি··বৈদূর্য মণি জ্বলছে! ধূম্রকেশর! ধূম্রকেশর! ওরে কে আছিস, আমার ধূম্রকেশরকে সাজিয়ে দে! ও আমার ভাগ্যবান বাহন···চিরদিন ওর কপালে

জয়তিলক।···আয় তো, আয় তো রে ধূম্রকেশর, দেখি পারি কি না ঐশ্বর্য বাঁচাতে···

[এগিয়ে গিয়ে থমকে দাঁড়ায়]

ওকি! ওকি! আগুন ঘিরে ধরেছে! আমার ধূম্রকেশরকে আগুন গিলতে আসছে!···বাঁচা···ওরে কে আছিস তোরা··· ধূম্রকেশরকে বাঁচা···আয় আয় ধূম্রকেশর বেরিয়ে আয়রে, দে লাফ ···আয় আয়···(সহসা ডুকরে ওঠে) আহাহা, পারবে না···ধূম্রকেশর আর পারবে না···কোনোদিন পারবে না···ধূম্রকেশর জ্বলছে! (নন্দরাজা উন্মাদের মত চীৎকার করে) কে বাঁচাবে···আর কে বাঁচাবে আমায়···ব্যাঘ্রমল্ল···ভীমভল্ল···সব কি চলে গেছে! একা··· আমি একা···চারদিকে আগুন···আমি···আমি একা রাজা নন্দ··· শত্রুর মুখে একা!···তবে কি ওরা এই দিনটার জন্যে আমাকে মেনে নিয়েছিল···জাল-নন্দ জেনেও মেনে নিয়েছিল শুধু এই আজকের জন্যে!···আমি কি ওদের ঠকালাম···না ওরা আমাকে ···(মাথার পাগড়িটা খুলে নিয়ে উঁচু কোথাও লাফিয়ে উঠে।) আমি জাল-রাজা···আমাকে ছেড়ে দে তোরা···আমি নকল-রাজা ···ওরে অভিরাম···কোথায় তুই···আমায় নিয়ে যা···অভিরাম, বাপ আমার, আমি আটকে গেছিরে···

[সহসা এক বিকট হাসি শুনে নন্দরাজা ঘুরে দেখে, এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে কুব্জা। ডাকিনীর মত খল-খল করে হাসছে।]

কুব্জা। চাকা যে উল্‌টো দিকে ঘুরল রাজা!

নন্দরাজা। কুব্জা! কুব্জা! তুই এখনো আছিস!

কুব্জা। আমি আর কোথায় যাবো! ডাকিনীরা তো কোথাও ঠাঁই পায় না···রাজবাড়ির আনাচ-কানাচ ছাড়া···

নন্দরাজা। কুব্জা! একবার আমাকে প্রাসাদের বাইরে পৌঁছে দিবি···আমি যে গুপ্তপথ চিনি না!

কুব্জা। সে কি গো, ঢুকতেই জানো, বেরুতে জানো না···

নন্দরাজা। ওরে বাঁচা···আমায় বাঁচা···

কুব্জা। তোমার কেন মরতে ভয় গো! এধারে মরলে···ওধারে বাঁচবে···

নন্দরাজা। ওরে না···ওরে না···তার কোনো ঠিক নেই। যদি ওদিকে আমার মড়াটা ইতিমধ্যে নষ্ট হয়ে গিয়ে থাকে! যদি অভিরাম সৈন্যদের হাতে ধরা পড়ে গিয়ে থাকে···যদি চন্দ্রকেতুর হাতে মড়াটা পড়ে গিয়ে থাকে···

কুব্জা। (হেসে) ওহোহো, তাও তো বটে! তবে তো এধারে মরলে একেবারেই মরবে!

নন্দরাজা। হাসিস না রে কুঁজি···হাসিস না! আমি যে আমারই দেহের পিছনে আমারই সৈন্য লেলিয়ে দিয়েছি!

কুব্জা। নিজের পায়ের তলার মাটি, নিজে কেড়ে নিয়েছ···

নন্দরাজা। রত্ন দেব, মুক্তা দেব, এই অলংকার সব দেব তোকে··· দরজাটা দেখিয়ে দে···

কুব্জা। দরজা তো খোলাই আছে···

নন্দরাজা। কই? কই?

কুব্জা। এই যে···(কাপড়ের নিচ থেকে ছুরি বার করে) যমের দরজা!

নন্দরাজা। না—না—

[কুব্জা হাসতে হাসতে এগোয়। নন্দরাজা হাঁকপাঁক করে উঁচু কোনো জায়গায় উঠছে।]

নন্দরাজা। মারিস না···মারিস না···মারিস না মা—

কুব্জা। মা?

নন্দরাজা। মা! মা! আমি এ বাড়িতে ঢুকে প্রথম তোর মুখ দেখি! তুই আমার মা···

কুব্জা। কেন ঢুকেছিলি ··কেন ঢুকেছিলি পিশাচ ··তুই না ঢুকলে মরা রাজা বাঁচত না···আমার সন্তানরাও চন্দ্রকেতুর হাতে মরত না··· কেন এলি! কেন এলিরে তুই!

নন্দরাজা। মা···মা···

কুব্জা। (বিকট স্বরে হেসে) মা! জন্মেছিলি মায়ের মুখ দেখে··· মরবিও মায়ের মুখ দেখতে দেখতে···

[কুব্জা ছুরি তুলে নন্দরাজার দিকে ছোটে। নন্দরাজা পালাবার জন্যে ছুটছে। আগুনের হল্কা এসে তার মুখে পড়ে।]

নন্দরাজা। অভিরাম···বাপ আমার···আমার দেহটা ধরে রাখিস··· ধরে রাখিস···

[আলো নেভে]



রাজদর্শন

....

॥ দ্বিতীয় অঙ্ক ॥ পঞ্চম দৃশ্য

[অভিরামদের গ্রামের সেই গাছতলা। রাত্রিবেলা। আপাদমস্তক ঢাকা লম্বোদর ভট্টের মৃতদেহ নিয়ে বসে আছে অভিরাম। শূন্য প্রান্তরে শিয়াল কুকুর ডাকছে।]

অভিরাম। (মৃতদেহকে) না, আর না···আর তোমারে বইতে পারব না! অনেক করেছি তোমার জন্যে···বনে জংগলে জন্তুর মতো তাড়া খেয়ে দৌড়েছি···মরতে মরতেও তোমারে বয়েছি···বইতে বইতে শিরদাঁড়া বেঁকে গেছে! সর্বস্বান্ত হয়েছি! ঘেন্না···ঘেন্না ছাড়া তোমার পরে আজ আমার কোন টান নেই ঠাকুর!···ঘেন্না! এই মড়াটারে আমার ঘেন্না! এ আমাদের কেউ না···ধনদৌলত রাজ্য পেয়ে আমাদের ভুলে গেছে···দেশ গাঁ জ্বালাচ্ছে···ঘরবাড়ি পোড়াচ্ছে···মুখ্যু আমি বেদম মুখ্যু···তাই বয়ে বেড়ালাম···তোমারে ফিরিয়ে আনার জন্যে বয়ে বেড়ালাম! থুঃ! থুঃ! থাকো··· থাকো পড়ে এখানে···থাক্···শিয়াল কুকুরে ছিঁড়ে খাক্···নাঃ,

আমার একটুও কষ্ট হবে না···মোটে না···(অভিরাম একমুখে হনহন করে হেঁটে গিয়ে থমকে দাঁড়ায়) মা ! মা কি বেঁচে আছে এখনো ? যদি থাকে তবে তো ছুটে আসবে ! বলবে অভিরাম, কী আনলি অযোধ্যাপুরী থেকে! কী করে বলব তারে··· মাগো, বাবার আত্মাটারে ফেলে রেখে···বাসি মড়া এনেছি তোর জন্যে ! (অভিরামের চোখে জল দেখা দেয়) ওমা আমার ধম্মোবাপের প্রাণপাখি আজ পাগড়ি মাথায় দিয়ে বাজপাখি হয়ে গেছেরে ! ভুলে গেছে···সে তোরে ভুলে গেছে···সে ছেলে-মেয়ে সব ভুলেছে ··নিজেরেও ভুলে গেছে···শত্তুর···সে আমাদের শত্তুর !···কাঁদিসনে মা, ঘেন্না কর্—বুক ভরে ঘেন্না কর্ মা ! শাপ দে, অভিশাপ দে—মরুক্, নন্দরাজা চিরতরে মরুক্···

[অভিরাম দ্রুতপায়ে বেরুতে যায়, তার সামনে এসে দাঁড়ায় মুরলীধর।]

মুরলী। এইবার ? উঁ উঁ উঁ, এইবার কি হবে···

অভিরাম। মুরলীধর !

মুরলী। রাতারাতি কোথায় সটকে পড়া হয়েছিল, উঁ উঁ, রাজকর ফাঁকি দিয়ে পার পাবি ভেবেছিস, উঁ ?

অভিরাম। আমি কারো কর ধারি না···কারো ধার ধারি না !

মুরলী। ওরে ব্যাটা কামার, তোমার বিদ্রোহ হচ্ছে, হুঁ-উঁ !

অভিরাম। বিদ্রোহ করলে তোর ঠাঁয় করতে যাবো কেনরে মুরলীধর ···করব তোর বাপ, ঐ নন্দরাজার বিরুদ্ধে ! তুই তো চুনোপুঁটিরে মুরলীধর···

মুরলী। বটেরে কামারের পো···

[ধাক্কা দিয়ে অভিরামকে মাটিতে ফেলে দেয়।]

মুরলী। রাজার বিরুদ্ধে কথা!

[মুরলী বেত তোলে]

অভিরাম। (ভয়ানক গলায়) মুরলীধর!

মুরলী। ব্যাটা তুই যেদিন গাঁ ছেড়ে পালালি, সেইদিনই রাজদ্রোহের সূচনা! তোর সঙ্গে ওদের যোগ আছে···

[মুরলীধরের বেত সপ্ সপ্ করে পড়ে]

অভিরাম। খুব যে হাত চলে দেখি তোর নন্দরাজার পো! (মুরলীধরের বেত কেড়ে নিয়ে গলা চেপে ধরে) জানিসনে, স্যাকরার ঠুক্‌ঠাক্, কামারের এক ঘা!

মুরলী। (সরু গলায়) বিদ্রোহী! বিদ্রোহী!

অভিরাম। হ্যাঁ, আমি বিদ্রোহী! আরো শুনবি, মুগুর মেরে তোর রাজার মুণ্ডুখানা ভাজা ভাজা করে দেব! আরো শুনবি, এই দেশ আমার···আরো শুনবি···

মুরলী। গেলুম···মরে গেলুম ··

অভিরাম। না···তোরে মারব না। তোরে আমি কর দেব। নিবি? আয়···মস্ত কর···আয় নিয়ে যা···(মুরলীর হাত ধরে টেনে নিয়ে যায় মৃতদেহের কাছে) তোল্···তোল্···ঢাকাটা তোল্!

[মুরলী মৃতদেহের গা থেকে কাপড় তোলে]

কী?

মুরলী। মড়া!

অভিরাম। কার!

মুরলী। (আবার ঢাকা তুলে দেখে) লম্বোদর!

অভিরাম। যা, সৈন্যদের কাছে বেচে দিগে যা! অনেক দাম পাবি! তোর চোদ্দ পুরুষ চলে যাবে!

মুরলী। (চোখ চকচক করছে) পঞ্চ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা···পঞ্চ সহস্র···

অভিরাম। ঠ্যাং ধরে টেনে নিয়ে যাবি, সোজা নিয়ে যাবি, দাঁড়াবি না, পিছু ফিরে চাইবি না···টান শালা টান, এই তোর শাস্তি··· জীবনভর নন্দরাজার কর আদায়ের শাস্তি···

[অভিরাম দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেল।]

মুরলী। (শিয়ালের মতো মড়াটাকে দেখতে দেখতে) না, পচেনি! (নাক টেনে) উঁ উঁ উঁ···না, গন্ধও নেই! একেবারে টাটকা মড়া···টাটকা পুরস্কার···পঞ্চ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা!

[ঝপ করে লম্বোদরের পা ধরে পিছু ফিরে গুণটানার মতো টানতে থাকে।]

ওরে বাবারে, এ যে পেল্লায় ভারী! বাবা লম্বোদর, উদর পূর্ণ করেই মরেছ বাবা···উপোসে মরলে কষ্ট একটু কম হত যে বাবা ···(টানতে টানতে) ওরে বাবা, একতিল নড়ে না যে! শালার মড়ার যখন এতো ওজন···পুরস্কার না জানি কতো ওজনদার হবে! (দম বন্ধ করে টানছে) উঁ উঁ উঁ···উঁ উঁ উঁ···

[পরিষ্কার দেখা গেল লম্বোদরের আর একখানা পা শূন্যে লাফিয়ে উঠে, চড়াৎ করে পড়ল মুরলীর পিঠে।]

মুরলী। (না ফিরে) যাচ্ছি যাচ্ছি··নিয়ে যাচ্ছি···উঁ উঁ উঁ···চল্ চল ···মড়া চল্···

[আবার মৃতদেহের লাথি পড়ল।]

দাঁড়া! দাঁড়া! টানছিরে বাবা!

[মুরলী যে পা ধরে টানছিল তিড়িং করে সেটা সরে গেল। মুরলী ঘুরে দেখে লম্বোদরের মৃতদেহ উঠে বসেছে।]

মুরলী। (চোখ কপালে ওঠে) কে রে!

[লম্বোদরের দেহ এখনো আপাদমস্তক চাদরে ঢাকা। ভূতের মতোই লাগছে।]

লম্বোদর। ব্যাঘ্রমল্ল! ভীমভল্ল!

মুরলী। ওরে বাবাগো…[মুরলী মাটিতে পড়ে হামাগুড়ি দিচ্ছে]

লম্বোদর। (লাফিয়ে উঠে) ধূম্রকেশর! ধূম্রকেশর! ধর্ ধর্ ধর্… শয়তানিকে ধর্……

মুরলী। (পরিত্রাহি চীৎকার করে) আমি কিছু জানি না…আমি কিছু জানি না…

লম্বোদর। কোথায় পালাবি, কোথায় পালাবি তুই রাক্ষসী কুব্জা…

[লম্বোদর ছুটে গিয়ে মুরলীধরের চুলের মুঠি ধরে।]

মুরলী। উরি উরি উরি! মেরে ফেলল! বাঁচাও……

লম্বোদর। কে বাঁচাবে, কে বাঁচাবে তোরে শয়তানি! হাঃ হাঃ হাঃ! নন্দরাজার মুঠি থেকে নিষ্কৃতি নেই! মারবি, আমার বুকে ছুরি মারবি! উলঙ্গ করে রাজপথে ঘোরাবো…শূলদণ্ড দেব তোরে পাপিষ্ঠা নারী…

মুরলী। আমি নারী না, আমি পুরুষ! আমায় চিনতে পারছ না, ও লম্বোদর ঠাকুর……

লম্বোদর। লম্বোদর! কোথায় সে লম্বোদরের ধড়!

মুরলী। এই তো লম্বোদর। তুমিই তো লম্বোদর…ও ঠাকুর…

লম্বোদর। (মুরলীর চুলের মুঠি ছেড়ে, মুখের চাদর সরায়, চোখ কচলায়। চোখের তুলসী পাতা খসে পড়ে) আমি! আমি লম্বোদর! অ্যাঁ! (নিজের শরীরে হাত বোলাতে বোলাতে বগলের ফোঁড়াটায় টান পড়ে) আঃ আঃ আঃ…ফোঁড়া! এইতো আমার ফোঁড়া! ফোঁড়া এসে গেছে…আঃ আঃ…

মুরলী। কোথায় ব্যাটা কামার! আমার সঙ্গে রসিকতা! দাঁড়া, সৈন্যদের ডাকছি…ব্যাটা তোর ঠ্যাটামি কী করে ভাঙতে হয়…

[মুরলী বেরিয়ে যায়।]

লম্বোদর। (হেসে) ওরে অভিরামের পিছে ছুটে কি করবি! তোদের রাজা নন্দরাজা মরে গেছে! রাজা হয়েছে বৃষল! পারিস তো তার হাত থেকে নিজেদের বাঁচা!…হ্যা হ্যা হ্যা…কাঁচকলা, এই কাঁচকলা করলিরে কুঁজি…ঐ ছ্যাখ, জায়গার জিনিস জায়গায় চলে এসেছি! এই তো…এই তো আমার গাছতলা…কিন্তু আমার পুকুরঘাট কই…আমার কলাবাগান…যবের ক্ষেত…আমার কুঁড়েঘরখানা কই…ও গিন্নি…বেঁচে আছে তো আমার বৌটা…আমার ছেলেপুলে…ও গিন্নি…আঃ আঃ আঃ…এতো শিয়াল শকুন ডাকে কেন? তবে কি তারা কেউ বেঁচে নেই! এ কোন্ শ্মশানে ফিরে এলুম র‍্যা! (ডুকরে ডুকরে কাঁদে) লোভ! লোভ! আমার লোভ! লোভের শাস্তি!…কেন মরতে অযোধ্যায় গিয়েছিলুম…পেট! পেট! এই পেটের জন্যে সবাইকে মারলুম! ওরে অভিরাম, তোর কথা না শুনে…(দেখা যায় অভিরাম গুটি গুটি ঢুকছে) সেও কি আমায় ছাড়ল! ওরে অভিরাম, তুই

চলে গেলে আমি কার ভরসায় বাঁচব···ওরে আমার ধম্মোপুত্তুর···
কতো কষ্ট দিলুম তোরে···

[অলক্ষ্যে অভিরাম এসে দাঁড়িয়েছে।]

অভিরাম। ঠাকুরবাবা—

লম্বোদর। অভিরাম!

অভিরাম। ফিরেছ, বাপ, তুমি ফিরেছ!

[অভিরাম ছুটে আসে। লম্বোদর তাকে বুকে জড়িয়ে কেঁদে ওঠে।]

লম্বোদর। ও বাবা, তুই আমার দেহটা রেখেছিলি, তাই ফিরে আসতে পারলুম! এই গ্যাখ তুই যা চেয়েছিলি, তাই হল! হ্যাঁরে, তোর মা আছে তো? (অভিরাম চুপ) কি করে এ পোড়ামুখ নিয়ে দাঁড়াবো তার সামনে! আমি যে খালি হাতে ফিরে এলুম! হ্যাঁরে আমার ঘরদোর···

অভিরাম। নেই···পুড়ে গেছে···নন্দরাজা তোমার দেহ খুঁজতে সব জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছে!

লম্বোদর। নিজের আশ্রয় নিজে ধ্বংস করলুম! শেষে গাছতলায় আমার ঠাঁই হলরে!

[অন্ধকার কেটে প্রভাতের আলো ফুটছে। পত্রহীন গাছটায় দেখা যায় সবুজ পাতার মেলা।]

অভিরাম। কেন কাঁদছ বাপ, কেন কাঁদো? দুখানা হাত রয়েছে! আবার ঘর গড়বে! হাত দুখানা তো ভিক্ষে করার তরে পাওনি বাপ, পেয়েছ চালনা করার জন্যে···তাই করবে! নিজের ঐশ্বর্যি নিজে গড়বে!

লম্বোদর। ভিক্ষে করে কিছু আনতে পারিনি!

অভিরাম। আনা যায় না…যা তোমার না, তা কোনোদিন ধরা যায় না! কেন মিছে হাত বাড়াও! যা তোমার, তারে তুমি চিনে নাও!…ও ঠাকুরবাবা, চেয়ে ছাখো তোমার ন্যাড়া গাছেও কেমন পাতা বেঁধেছে…কেমন ঝুপসি হয়েছে…ফল আসছে গো… শিগগিরই ফল আসছে…

লম্বোদর। শেকড়…শেকড়ের মাহাত্ম্যে বাপ, শেকড় থাকলে সব হয়…

অভিরাম। তোমারও হবে!

লম্বোদর। কি করে হবে! আমার তো শেকড় নেই! চিরকাল তোদের কাঁধে চেপে ঘুরেছি…আমি যে উড়ুক্কু!… আমার সব গেল!

অভিরাম। (হেসে) কে বললে সব গেছে! সব আছে! এই তো তোমার গামছা আছে…এই যে সেই ছাতাও আছে…(উদোম ছাতাটা মেলে ধরে) মালপোও আছে গো…

লম্বোদর। মালপো!

অভিরাম। হ্যাগো, আমরা রাজদর্শন করে ফিরব তো…তাই মা পদ্মপাতায় মালপো ভেজে রেখেছে…

লম্বোদর। আছে…তোর মা আছে!

অভিরাম। আমার মা কি মরে! চলো, চলো, বড্ড খিদে পেয়েছে…

[লম্বোদর লজ্জিত মুখ নিচু করে আছে।]

আহা লজ্জার কি আছে, চলো…(লম্বোদর উঠছে না) ও বুঝেছি বুঝেছি! বগলে আবার ফোঁড়াটা এসে গেছে তো…তাই পায়ে ব্যথাটাও হাজির হয়েছে! তা সেটা বললেই হয়…

[অভিরাম লম্বোদরকে কাঁধে নিয়ে বাড়ির পথ ধরল।
অভিরামের কাঁধে ছাতা-মাথায় লম্বোদর চলেছে।
উলঙ্গ শিকগুলোর ফাঁক দিয়ে বারে বারে পিছু ফিরে
সে মুচকি হাসছে।]

লম্বোদর। (সহসা গম্ভীর হয়ে) ওরে ও অভিরাম, নামা…আমায় নামিয়ে দে! ঐ ছাখ্, সবাই আমার দিকে কি রকম কটমট করে তাকাচ্ছে। না, আর তোর পিঠে না, এবার হেঁটে যাবো।

[কাঁধ থেকে নেমে অভিরামের হাত ধরে লম্বোদর
বাড়ির দিকে চলেছে। মাথায় সেই ছাতা।]

● যবনিকা ●